রমজানে মসজিদের ধ্বংসস্তূপে নামাজ আদায় করছেন গাজাবাসী

সারে-জমিন

ভাঙড়ে আদিবাসীদের জমি দখলসহ নির্মাণ!

রূপসী বাংলা

উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে কেন কেন্দ্রের উদ্বেগ বাড়ছে

সম্পাদকীয়

সিএএ পুরো সংবিধান বিরোধী: ফিরহাদ

সাধারণ

আইসিসির ফেব্রুয়ারির সেরা হলেন জয়সওয়াল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৩ মার্চ, ২০২৪
২৯ ফাল্গুন ১৪৩০
২ রমজান, ১৪৪৫ হিজিরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 71 ■ Daily APONZONE ■ 13 March 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কমিশনে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জমা দিল এসবিআই, ১৫ মার্চ নাম প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জমা দিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। নির্বাচন কমিশন টিএসআইয়ের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, "এসবিআইকে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী মেনে (২০১৭ সালের ডব্লিউপিসি নং ৮৮০ এর ক্ষেত্রে) এসবিআইকে দেওয়া নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কিত তথ্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহ করেছে, আজ, ১২ মার্চ ২০২৪।
সুপ্রিম কোর্ট সোমবার এসবিআইকে ১২ মার্চ ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ডের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে।
নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৫ মার্চ বিকেল ৫টার মধ্যে ব্যাঙ্কের শেয়ার করা তথ্য তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। সূত্রের খবর, এসবিআই শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ডের বিশদ জমা দিয়েছে।
২০১৮ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এসবিআই ৩০টি কিস্তিতে ১৬,৫১৮ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড ইস্যু করেছে।

কেন্দ্রকে তুলোধোনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতার স্পষ্ট মন্তব্য

বিজেপি ভাবে দেশের জন্য মুসলিমদের কোনও ত্যাগ নেই, তাই সিএএ-তে বাদ

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনার মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আইনকে ভাঁওতা বলে মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি সিএএ-র ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার জীবন গেলেও বাংলার মানুষের অধিকার কাড়তে দেব না।' উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার বাণীপুরে ডঃ বি আর আম্বেদকর গভর্নমেন্ট স্পোর্টস স্কুল গ্রাউন্ডের সভা মঞ্চে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথা সমগ্র রাজ্যের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মন্তব্য করেন।
মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এর সমালোচনা করে বলেন, এই আইনটিতে মুসলমানদের নির্মূল করে দিয়েছে কারণ বিজেপি মনে করে মুসলিমরা কখনই যেন দেশ বা জাতির জন্য অবদান রাখেনি। তিনি বলেন, আমি সিএএ পছন্দ করি না কারণ তারা পাঁচটি সম্প্রদায়কে তালিকায় রেখেছে। কিন্তু মুসলিমরা তো নিকাল দিয়া জৈসে উন লোগ কা হিন্দুস্তান মে কোই কন্ট্রিবিউশন নেহি হ্যায় (মুসলিমদের এই তালিকায় রাখেনি, যেন দেশের জন্যতাঁদের কোনও অবদান নেই)। সিএএ-র বিজ্ঞাপিত বিধিগুলিকে 'অস্পষ্ট, অসাংবিধানিক এবং বৈষম্যমূলক' বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিএএ সারা দেশে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বাস্তবায়নের পূর্বাভাস মাত্র। তাই আমি জনগণকে এই আইনের

আওতায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার আগে কয়েকবার ভাবতে অনুরোধ করছি। কারণ নতুন করে আবেদন করার পর বিদ্যমান নাগরিকদের অবস্থা কী হবে সে সম্পর্কে বিধিমালায় কোনো স্পষ্টতা নেই। আমি আশঙ্কা করছি যে বিদ্যমান নাগরিকদের প্রথমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে মনোনীত করা হবে এবং তারপরে তাদের নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য কমিটির দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। এদিনের প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্ত ৪০০ জনের মধ্যে ৪৫ জন উপভোক্তার পরিষেবা প্রদান করেন পাশাপাশি ২,৭১৯.৬৪ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন যার মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একাধিক ব্লক ও পৌরসভার মানুষেরা উপকৃত হবেন। প্রশাসনিক কার্যক্রম শেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার সময় সদ্য কার্যকর হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এর বিরোধিতায় সরব হয়ে কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের কড়া সমালোচনা করে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন। মমতা বলেন, নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'ক্যা 'বিধি ঘোষণা করেছে তা আসলে ভাঁওতা । এটা আসলে বৈধ কী না তার সন্দেহ রয়েছে । এতে কোনো স্বচ্ছতা নেই, সম্পূর্ণটাই ভাঁওতা । তিনি বলেন, এনআরসির (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) নামে অসমে ১৩ লাখ বাঙালি হিন্দুর নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল । অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল । যাদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই আবেদন করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন! তাহলে আপনাদের সম্পত্তির কী হবে? চাকরির কী হবে? সবটাই বেআইনি ঘোষণা হয়ে যাবে । আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। অধিকার অধিকার কাড়ার খেলা। এটা এনআরসির সঙ্গে যুক্ত । আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে যাওয়া হবে । সেজন্য নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার আগে বার বার ভাববেন । এক বার নয় হাজার বার । আমরা মানছি না মানব না।' বাংলায় তারা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেবেন নান । কোনো এনআরসি করতে দেবেন না । কারও অধিকার কাড়তে দেবেন না । কাউকে বঞ্চনা করতে দেবেন না । কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেবেন না । এ জন্য যদি তার জীবনও যায় তিনি জীবন দিতে তৈরি কিন্তু বাংলার মানুষের অধিকার কিছুতেই কাড়তে দেবেন না বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ/ক্যা তৈরি করেছে। কিন্তু এতদিনেও তার বিধি তৈরি না হওয়ায় তা কার্যকর হয়নি। গতকাল তা কার্যকর হয়েছে। বিতর্কিত ওই আইনে 'মুসলিমদের বাদ' দিয়ে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।
এ দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ-র ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরে মমতা বলেন ভোটের আগে সিএএ-কে সামনে রেখে এনআরসি-র মতো ষড়যন্ত্র করতে চাওয়া বিজেপির ভাঁওতাবাজি, বাংলা এই চক্রান্তের জবাব দেব , ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারের আঘাত মানব না আমরা। তৃণমূল সরকার যতদিন ক্ষমতায় রয়েছেন ততদিন বিজেপি এনআরসি, সিএএ লাঘু করে কোনও রাজ্যবাসীর অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না বলেও জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা এ দিন জনবকল্যাণমুখী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এখনও পর্যন্ত ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৪২ হাজার মা-বোনেদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক অর্থমূল্যও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের মোট সংখ্যা বর্তমানে ৩০ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৭৬ জন।' বক্তব্যের শুরুতে মঞ্চে থাকা বারাসাত লোকসভার প্রার্থী ডা: কাকলি ঘোষ দস্তিদার বনগাঁ লোকসভার প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস এবং বসিরহাট লোকসভার প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আগামী দিন তাঁরা সাংসদ হচ্ছেন বলেও আশা ব্যক্ত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ডিআইসিও পল্লব পাল।

গোহত্যার মিথ্যা অভিযোগে মুসলিম হত্যায় ১০জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের হাপুর আদালত ২০১৮ সালের মব লিঞ্চিং মামলায় ১০ অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। এ ছাড়া তাদের ৫৯ হাজার টাকা জরিমানাও করেছে আদালত। ২০১৮ সালে জেলার হোল মাদাপুর এবং বুঝেদা কালান বন গ্রামে গরু জবাইয়ের মিথ্যা গুজবে ৪৫ বছর বয়সি কাসিমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। কিন্তু কিছুদিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারও মৃত্যু হয়। এই ঘটনার ভিডিওও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্টও পুলিশের তদন্তে হস্তক্ষেপ করে এবং ডিআইজি মিরাটকে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। এই ঘটনার পরে, পুলিশ অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন), ১৪৯ (বেআইনি জমায়েত), ৩০৭ (খুনের চেষ্টা), ১৪৯, ১৪৭ (দাঙ্গা), ১৪৮ (মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া) এবং ১৫৩এ (ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা প্রচার) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার এই মামলায় ১০ অভিযুক্তকে হাপুর আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। একই সঙ্গে প্রত্যেক আসামিকে ৫৮ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা জজ শ্বেতা দীক্ষিত এই রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- রাকেশ, হরিওম, যুধিষ্ঠির, রিঙ্কু, করণপাল, মণীশ, ললিত, সোনু, কাপ্তান ও মঙ্গেরাম। কাসিমের পরিবারের লোকজন আসামিদের মৃত্যুদণ্ড চাননি। তার আদালতে বলেছেন, তাদের সাথে তাদের কোনও শত্রুতা নেই এবং কেবল ন্যায়বিচার চেয়েছেন। ২০১৮ সালে এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত রাকেশ সিসোদিয়া জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর দাবি করেছেন যে পুলিশ তার পক্ষে রয়েছে।
এ ব্যাপারে মাদাপুর গ্রামের বাসিন্দা ইয়াসিন জানান, তার ভাই সামিউদ্দিন ও কাসিম সাকনা সাদ্দাকপুরা কোনো কাজে বাসা থেকে মোটরসাইকেলে করে ঢোলনা যাচ্ছিলেন। বাঘিরার কাছে অন্য বাইকারের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। সেই বাইক চালক লোকজন ডেকে গরু জবাইয়ের অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করে কাসিমকে।

সিএএ-র উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ আইইউএমএল

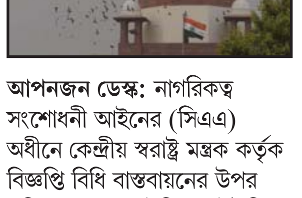

আপনজন ডেস্ক: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) অধীনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি বিধি বাস্তবায়নের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল) সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। মুসলিম লিগ তার আর্জিতে বলেছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন স্পষ্টতই স্বেচ্ছাচারী এবং কেবলমাত্র তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে এক শ্রেণির ব্যক্তির পক্ষে একটি অন্যায্য সুবিধা তৈরি করে, যা সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে অননুমোদিত। সিএএ-র ধারাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রায় ২৫০টি পিটিশন শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং যদি সিএএ অসাংবিধানিক বলে বিবেচিত হয়, তবে একটি "অস্বাভাবিক পরিস্থিতি" তৈরি হবে যখন যারা এই আইন ও বিধির অধীনে নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করতে হবে। তাই মুসলিম লিগ দাবি জানায়, মাননীয় আদালত চূড়ান্তভাবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সিএএ ও অকার্যকর বিধিগুলির প্রয়োগ স্থগিত রাখা হোক দেশের প্রতিটি ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থে।

একজন ছাত্রী সহ আল-আমীন মিশনের ৭ জন সফল ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ সি-তে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ডব্লিউবিসিএস ২০২১ (গ্রুপ সি)-এর সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে আল-আমীন মিশনের পরীক্ষার্থীরা উজ্জ্বল ফল করেছেন। যে সকল পরীক্ষার্থী ২০২১ সালে ডব্লিওবিসিএস ২০২১(গ্রুপ সি)-এর ইন্টারভিউ দিয়েছিল গত ১১ মার্চ তাদের ফাইন্যাল রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। ২ জন জয়েন্ট বিডিও, ১ জন রেভেনিউ অফিসার (গ্রেড-১), ৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার মিলে আল-আমীনের মোট ৭ জন সফল।
রাজিবুল শেখ জয়েন্ট বিডিও হয়েছেন খবর পেতেই মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার আমিনাবাদের গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজন শুভেচ্ছা জানাতে তার বাড়িতে পৌঁছে যান। ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান ও গৃহবধূ সালেহা বিবির মেধাবী সন্তান রাজিবুল পিএসসি ক্লার্কশিপ ২০১৯ পরীক্ষায় সফল হয়ে এলডিসি/এলডিএ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। বর্তমান সাফল্যে আব্বা-মা ছাড়াও মিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান রাজিবুল। তার ইচ্ছে প্রান্তিক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবার পৌঁছানোর পথ সহজলভ্য করা।
কৃষক পরিবারের সন্তান নাজিবুল শেখ অবিরাম পরিশ্রমের ফল হিসেবে জয়েন্ট বিডিও হওয়ার তার স্বপ্ন সফল করেছেন। যদিও তার ইচ্ছে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চস্তরে পৌঁছানোর এবং সেকাজে তিনি এখন থেকেই সচেষ্ট। ইয়ারুল শেখ ও রাবেয়া বেগমের সন্তান নাজিবুল এর আগে এসএসসি(এমটিএস) ২০২২-এ সফল হয়েছিলেন।

রাজিবুল শেখ

নাজিবুল শেখ

সামসাদ আলি

শেখ মনজুর আহম্মেদ

শেখ মাসুদ জামান

শেখ মিজানুর ইসলাম

> প্রান্তিক পরিবারের গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েদের এই সাফল্যে অন্যান্য আল আমীন ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হওয়ার রসদ পাবে।

এম নুরুল ইসলাম
সম্পাদক, আল আমীন মিশন

নাজিবুলের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার কুলে গ্রামে। পিএসসি মিসলেনিয়াস ২০১৮ পরীক্ষায় সফল হয়ে রেভেনিউ ইন্সপেক্টর হচ্ছেন বীরভূমের মোধুরা গ্রামের সামসাদ আলি। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ল্যান্ড রেভেনিউ সার্ভিস (গ্রেড ১) পদে নির্বাচিত হয়েছেন। কৃষক হুমায়ূন কবির ও গৃহবধূ নাজিমা বিবির ঘরে আজ কেবলই খুশির রৌশনাই।
আল-আমীনের কোচিং থেকে একজন ছাত্রী সহ মোট ৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে সফল হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকের বিশ্বনাথপুর গ্রামের এতিম জামিলা হান্নান-এর এই সাফল্যে তার আম্মা নাসিমা বানুর চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরা। জামিলার আব্বা আবদুল হান্নান প্রয়াত। প্রাইভেট টিউশনির সামান্য আয়েই কষ্টকরেই সংসার নির্বাহ করেন বিধবা নাসিমা বানু। জামিলা কিন্তু এই সাফল্যেই থেমে থাকতে রাজী নন, তিনি বেশি বেশি পরিশ্রম করে আরও বড়ো সাফল্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। পিএসসি ২০১৯-এর সাফল্যে জামিলা বর্তমানে আইসিডিএস সুপারভাইজার।

জামিলা হান্নান

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে অপর যে তিন জন সাফল্য পেয়েছেন তারা হলেন– পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সোলাগেড়িয়া গ্রামের কৃষক শেখ লুতফর রহমানের সন্তান শেখ মনজুর আহম্মেদ, হাওড়ার আমতার দেওশাহ গ্রামের শেখ আনসার আলি ও মুমতাজ বেগমের পুত্র শেখ মাসুদ জামান এবং হুগলীর খানাকুলের দর্জি শেখ বাগবুল ইসলাম ও মনিরা বেগমের পুত্র শেখ মিজানুর ইসলাম।
সফলদের প্রত্যেকেই আল-আমীন মিশন একাডেমি বারুইপুর থেকে আবাসিক কোচিং নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য আল-আমীনের আবাসিক ও অনাবাসিক ডব্লিউবিসিএস কোচিং থেকে গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি বিভাগেও এর আগে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সফল পরীক্ষার্থীদের মুবারকবাদ জানিয়ে বলেন, প্রান্তিক পরিবারের গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েদের এই সাফল্যে অন্যান্যরা উৎসাহিত হওয়ার রসদ পাবে। আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেনও সফলদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রথম নজর

ইন্তেকাল হাফেজ আব্দুল হান্নানের

আপনজন ডেস্ক: ইন্তেকাল করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিশিষ্ট আলেম হাফেজ আবদুল হান্নান (রহ.)। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যু কালে তার বয়স হযেছিল ৮৫বছর। তার হাতে যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসাতে প্রথম হিফজ বিভাগ শুরু হয়। কম বেশি প্রায় ৭০ বছর ধরে আমৃত্যু তিনি এই মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের প্রদান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, কিছু রোগের কারণে তার চিকিৎসার চলছিল বজবজ হসপিটালে। সেখানেই মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়। জানাজার নামাজে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে। তার জন্ম জয়নগর থানার পদ্মেরহাট গ্রামে। পদ্মেরহাটেই তার নামাজ এ জানাজা সম্পন্ন হয়। এই জানাজায় বিশিষ্টদের মধ্যে শরিক হয়েছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ কাসেমী, হাফেজ ফজলুর রহমান, হাফেজ আকিল আহমদ, মুফতি আজম ,আসলাম হাবিব সহ বহু ছাত্র ও উলামার জমায়েত হয়। জানাজা নামাজ পড়ান শাইখুল হাদিস মুফতি লিয়াকত আলী। জানাজা পরিচালনা করেন মুফতি জাকারিয়া। মুসল্লিদের খিদমদ করেন মাওলানা আমিমুল এহসান।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা বাড়ি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রাজনগর পুরাতন পাড়া এলাকায়। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে হাসান শেখের পুরো বাড়িসহ বাড়িতে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র এমনকি ঘর তৈরি করার জন্য নগদ ক্যাশ ১ লক্ষ টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন আগুন নেভানোর জন্য। জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগুন নেভাতে পারেনি এক নিমেষেই সম্পূর্ণ বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। ঘর তৈরি করার জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা ওই বাড়িতেই রাখা ছিল চোখের সামনে পুড়ে সব ছাই হয়ে যায়।

সিএএ-র বিরুদ্ধে সরব অরূপ রায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ভোটের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সারা দেশে সিএএ লাগু করা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হাওড়ায় মন্তব্য অরূপ রায়ের। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে অংশ নেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। ৪২নং ওয়ার্ডের চারাবাগান এলাকায় এদিন দেওয়াল লিখন করেন মন্ত্রী।

কালীঘাট অভিযানে মাদ্রাসা সার্ভিস উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার কালীঘাট অভিযান করলেন মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা। বিক্ষোভকারী উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা জানান, ৬ মার্চ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান চাকরি প্রার্থীদের সাথে বৈঠক করে কবে নিয়োগ হবে সেই উত্তর দিতে পারেননি। বলেছেন উনি নতুন সকলের সাথে আলোচনা করে জানাবেন। ৫ দিন অপেক্ষা করার পর কিছু না জানতে পেরে চাকরি প্রার্থী আবার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে মঙ্গলবার কালীঘাট অভিযানের যাক দেওয়া হয়। যতীন দাস পার্ক ৪নং গেট থেকে বের হতেই কয়েক শ পুলিশ ঘিরে ধরে চাকরি প্রার্থীদের। হাজরা মোড়ে শুয়ে পড়ে চাকরি প্রার্থীরা ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের সাথে।

এ বিষয়ে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশ প্রার্থী মঞ্চ'র সভাপতি মনিরুল ইসলাম জানান, কালীঘাট থানার বড় বাবু মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, নবান্নের আধিকারিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকগণের সাথে ১৫ই মার্চ শুক্রবার সকাল ১১:৩০ টায় চাকরি প্রার্থীদের সাথে বৈঠকে বসবেন বলে সময় দিয়েছেন। মনিরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, এর পূর্বে অসংখ্য বৈঠক হয়েছে। যখনই নিয়োগ নিয়ে কেউ উদ্যোগী হয় তখনই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।আমরা আর কোন অজুহাত শুনতে চাইনা না। পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণের সাথে জট কাটানোর বারংবার বৈঠক হলেও, সর্বমোট ৫ খানা নিয়োগের নির্দেশ হয়েছে তবুও এখনো কোন সুরাহা হয়নি উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের। চাকরি প্রার্থীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন শুক্রবার সমস্যার সমাধান না হলে সেই দিনই অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন।

তাদের আরও অভিযোগ, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ২০১৩ সালে বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিল ৩১৮৩। কিন্তু প্যানেল ছাড়ায় নিয়োগ হয় মাত্র ১৫০০-র মতো । সেখানেও প্রচুর দূর্নীতি হয়েছে। ২০১০ সালের গেজেটের কোন নিয়ম মানা হয়নি। কি নিয়ম মেনে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে সেটার কোন সদউত্তর নেই কমিশনের আধিকারিকগণের কাছে। মাদ্রাসা গুলো শিক্ষক না পেয়ে হাইকোর্টের দারস্থ হয় মহামান্য হাইকোর্ট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের থেকে নিয়োগের নির্দেশ দেন কিন্তু সেই নির্দেশকে কর্যকরি না করে নিয়োগ আটকাতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমেটির কর্মক্ষমতা রোধ করে দেয় শিক্ষক চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায়।

নাবাবিয়া মিশনের খুদে পড়ুয়ার প্রথম রোজা

আপনজন: হুগলির খানাকুলের নাবাবিয়া মিশনে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরা পড়াশুনা করে। আবাসিক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বহু শিশু পড়ুয়াও রযেছে। রয়েছে মেয়েদের জন্য আলাদা প্রার্থনা গৃহ সহ সুদৃশ্য লাইব্রেরি। রমজান মাস শুরু হওয়ায় বহু ছাত্র রোজা রাখেন। নাবাবিয়অ মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার জানান, এবার প্রথম রোজা রেখেছে মিশনের সব থেকে ছোট এক ছাত্রী। প্রথম দিনের ইফতারের অপেক্ষায় সেই খুদে ছাত্রী।

ভবঘুরেদের জন্য আবাসন মুর্শিদাবাদে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গরিব ঘরহারা মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রকল্পে স্থান হয় ভবঘুরদেরে। কারণ, তাদের নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। এবার তাদের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। এলাকাকার ভবঘুরেদের জন্য উত্তরণ নামের আবাসন তৈরি করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ পৌর এলাকায়। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নসিপুর রাজবাটি এলাকায় এই ভবঘুরে আবাসনের নির্মাণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই আবাসন উদ্বোধন করা হয়। মূলত যে সমস্ত বয়স্ক মানুষজন ফুটপাতে রাত কাটান, তাদের জন্য এই আবাসন তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান, লালবাগের মহকুমা শাসক ডঃ বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদের এস্টেট ম্যানেজার দেবব্রত রায়, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর, পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'পৌর এলাকার ভবঘুরে মানুষদের জন্য এই আবাসন তৈরি করা হয়েছে। শিলান্যাসের পর কিছু একটা রাজনৈতিক কারণে কাজ আটকে গেছিলো, কয়েকমাস আগে আবারো তা শুরু হয় এবং শেষমেষ মঙ্গলবার উদ্বোধন করা হলো এই আবাসন।'

এবার ভাঙড়ে আদিবাসীদের জমি দখলসহ জলাজমি ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: সন্দেশখালির পর এবার ভাঙড়। আদিবাসীদের বিঘার পর বিঘা জমি জোরপূর্বক দখল করে গড়ে উঠছে অবৈধ নির্মাণ। তাও আবার জলাজমি (ওয়েট ল্যান্ড) ভরাট করে বিশাল আকারের অবৈধ নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা এবং স্থানীয় জমি হারারা। বিরোধীদের দাবি তাড়দহ কাপাসাইট মৌজা রামসার সাইটের তালিকাভুক্ত। তাই সেখানে যে কোনও ধরনের নির্মাণ বেআইনি বলেই দাবি তাদের।

অভিযোগ, ভাঙড় ১ নাম্বার ব্লকের তাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাখালতলা গ্রাম। যে গ্রামে কয়েকশো আদিবাসী পরিবারের বসবাস। কলকাতা লেদার কম্পলেক্স তথা চর্মনগরীর ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই আদিবাসী গ্রামের বিঘার পর বিঘা জলা জমি যা আদিবাসীরা বাম আমলে পাট্টা পেয়ে চাষাবাদ করছিলেন সেই জমি এলাকার কিছু জমি মাফিয়া দখল করে নেওয়ার পাশাপাশি সুবিশাল পাঁচিল গড়ে তুলছেন।একটি বা দুটি পাঁচিল নয় প্রায় তিরিশ চল্লিশ বিঘা জমির উপরে আলাদা আলাদা ভাবে প্লটিং করে তাতে একাধিক সুবিশাল পাঁচিল গড়ে তোলা হচ্ছে। আর এই অবৈধ নির্মাণ থেকে জলা জমি (ওয়েট ল্যান্ড) দখলের যে অভিযোগ উঠছে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, এলাকার জমি মাফিয়ারা আদিবাসীদের থেকে যে জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিচ্ছেন বা দখল করছেন সে বিষয়ে এলাকার তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরী সহ জমির দালালদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আদিবাসীরা। এ বিষয়ে রাম সর্দার বলে এক আদিবাসী জানান, আড়াই বিঘা জমি ছিলো সেখানে চাষাবাদ করে দিন চলত ওরা সব জমি জোরকরে দখল করে নিয়েছে।থানায় অভিযোগ দায়ের করেও কিছু হয়নি। মাত্র চার লক্ষ্য টাকা দিয়েছে আর সব জমি নিয়ে নিয়েছে। এ কথা বলতে বলতে চোখে জল চলে আসে রাম সর্দারের। তিনি আরো জানান, কোথাও কিছু বলে কিছু হচ্ছে না। দেবলা সর্দার নামের মাখালতলার এক আদিবাসী জানান, আমার এক বিঘা জমি ছিলো ওরা ডেকে নিয়ে গিয়ে দশ আঙ্গুলের টিপ সই দিয়ে নিয়েছে জোর করে আর শেষে ২ লক্ষ্য ৮০ হাজার টাকা দিয়েছে। সব জোর করে নিয়ে নিচ্ছে ওরা।তিনি আর জানান, আদিবাসীদের থেকে জোর করে টিপ সই দিয়ে নিচ্ছে আর রাকেশ টাকা মারছে। মূলত স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা আইএনটিটিইউসির ভাঙড় ১ ব্লকের সভাপতি রাকেশ রায় চৌধুরির বিরুদ্ধে অভিযোগ আদিবাসীদের। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত মন্ডল জানান, আদিবাসীরা কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানায় তাদের জমি জোরকরে দখল করে নেওয়া হচ্ছে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছিল তার পর তাদের উপরে চরম অত্যাচার হয়। তারা কেউ কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন,ভয়ে আছেন আর এই সুযোগে এলাকায় জমি দখল করে পাঁচিল গড়ে উঠছে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ফোন করা হলে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

এ বিষয়ে সিপিএম নেতা তুষার ঘোষ বলেন, আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যায় না। তার উপর পূর্ব কলকাতার জলাভূমি তথা ওয়েট ল্যান্ড এর উপর কোন নির্মাণ কার্জ করা যায় না। সেখানে জোরপূর্বক জমি দখল করে প্রোমোটাররা এই কাজ করছেন।পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে। তাড়দহ এলাকার হাজার হাজার বিঘা জমি এই ভাবে জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠছে। সন্দেশখালির মতন মা বোনদের এখানেও গর্জে উঠতে হবে।তিনি আরো জানান এর পিছনে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরী সহ প্রশাসনের একটা অংশ জড়িত আছে। এর পাশাপাশি বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। আদিবাসীদের উপরে এই অত্যাচার আমরা মানব না আমরা আন্দোলন করব।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অতীতে একাধিক বার সরব হয়েছেন পরিবেশপ্রেমী থেকে বিরোধিরা। তার পরেও কি ভাবে বিঘার পর বিঘা জলা ভূমিতে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে? এক পরিবেশবিদ্ বলেন, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি আসলে শহরের বর্জ্য জল নিকাশির ফুসফুস। সারা কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার জল ওই পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে এসে পড়ে এবং তা প্রাকৃতিক ভাবে পরিশোধিত হয়।

সূত্রের খবর, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি দখলের অভিযোগ সংক্রান্ত প্রায় ৩৫০টি অভিযোগ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন থানায় দায়ের হয়েছে। তারা জানায়, একাধিক বেআইনি নির্মাণ কার্য তারা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছেন তার পরেও অবৈধ কাজ হয়েই চলেছে।

স্কুল গেটে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সকালে স্কুল প্রাঙ্গণের চায়ের দোকান খুলতে এসে দেখে যে স্কুল গেট সহ বিভিন্ন জাগায় সাদা কাগজের উপর লাল রং দিয়ে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিখে পোস্টার মারা রয়েছে। গোটা স্কুল প্রাঙ্গনে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এই কাজ করেছেন সেই বিষয়ে কারো জানানেই বলে স্থানীয় সূত্রে জানাযায়।

এমনি ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের সাদিখান দেয়ার বিদ্যানিকেতন(উ: মা:)স্কুলের বিরুদ্ধে একাধিক বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টার পড়েছে সেই পোষ্টারের নিচে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী বলে উল্লেখ্য রয়েছে।

পোস্টারে লিখা রয়েছে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ কে গ্রেফতার করতে হবে ,পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের ভর্তি কেনো নেওয়া হচ্ছে না তার জবাব দিতে হবে,স্কুলের সম্পত্তি অবৈধ ভাবে আত্মসাদের বিচার করতে হবে। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় যে একটা সময় এই বিদ্যানিকেতন শুধু জেলা নয় রাজ্যর মধ্য অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল,এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি নিকেতনের সঙ্গে তুলনা করা হতো এই স্কুলকে,গোটা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা রয়েছে বিভিন্ন কর্ম জগতে ।এমনকি এই স্কুলের ছাত্রী অলিম্পিক জয়ী হয়েছিলেন বর্তমানে তিনি ক্রীড়াবিদ বাংলাদেশে। আর আজ সেই স্কুলের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে।ঘটনায় স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র রজব আলী মন্ডল বলেন এই স্কুল এলাকার মানুষের একটু একটু দানের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল সেই স্কুল আর বর্তমানের স্কুল অনেক তফাৎ বলেও তিনি জানান,পোষ্টারের বিষয়ে তিনি বলেন যারা পোস্টার মেরেছে তাদের পক্ষে আমি এই দুর্নীতির সঠিক তদন্তের দাবি জানায়।

যদিও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খন্দকার গোলাম মুর্তজা বলেন যে বিষয়ে পোস্টার মেরেছে সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে সেটা আমরা সরকারি ভাবে সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের জানাব,তিনি আরো বলেন যদি স্কুলকে উন্নয়ন চাই তারা তাহলে স্কুলে এসে আলোচনা না করে এই ভাবে পোস্টার মারাটা ঠিক নয় বলে মনে করেন,কাজ করতে গেলে ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি হতেই পারে তাই বলে যে অভিযোগ করছে সেই গুলো সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা,কারণ স্কুলের যেসমস্ত কাজ হোকনা কেনো রেজ্যুলেশন করেই তবে কাজ করা হয় আর আমার কাছে সমস্ত কাজের প্রমাণ রয়েছে। একই ভাবে স্কুল পরিচালন কমিটির সমিতি সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন, যে সব বিষয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে সেই বিষয় গুলোর কোনো ভিত্তি নেই সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলেন যেদিন থেকে স্কুলের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কাজের আয় ব্যয় এর হিসেব নিকেশ রয়েছে আমাদের কাছে,স্কুলের যে সম্পত্তির অর্থের কথা বলা হচ্ছে সেই বিষয়ের হিসেব সঠিক ভাবে নিয়ম মেনে রেজুলেশনের মাধ্যমে করা হয়েছে। সেই কাগজ রয়েছে আমার কাছে। এবং কে বা কারা এই পোস্টার মেরেছে সেই বিষয়ে আমরা ফোন মারফত স্থানীয় থানার ওসি কে জানিয়েছি এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করা হোক এবং আমি নিজে সম্পূর্ণ ভাবে সব রকম সঠিক তদন্তের পুরনো সহযোগী করবো। এই বিষয়ে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী অলিম্পিক জয়ী ক্রীড়াবিদ সুফিয়া খাতুন বলেন, স্কুলের বদনাম করার জন্য এসব করেছে। তিনি আরো বলেন সমাজে কিছু মানুষ থাকে যারা মানুষের ভালো দেখতে পারে না। কারণ হিসেবে বলেন স্কুলের যে হীরক জয়ন্তী হয়ে গেল। স্কুলের উদ্যোগে এত সুন্দর যে ভাবে এত বর প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ করেছে তাতেও অনেকের হিংসা হয়েছে। এসব করে লাভ হয় না।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে বালুরঘাটে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ভার্চুয়াল মাধ্যমে মঙ্গলবার বালুরঘাটে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

এদিন উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার সভা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পর্যায়ের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা , অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভদীপ মন্ডল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: সুদীপ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের এ কর্মসূচি ঘিরে উপস্থিত সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা থেকে ভার্চুয়ালি জেলার প্রায় ১৩ টি প্রকল্পে শিলান্যাস করেছেন।

পাশাপাশি, এদিন বেশকিছু উপভোক্তার হাতে সরকারি সুবিধার অনুমোদন পত্র তুলে দেওয়া হয়।'

মালদায় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: লোকসভার ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়নি এখনো। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে আবারো উত্তপ্ত মালদার মানিকচকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুটোলার যেসারত টোলা এলাকা। দিনে দুপুরে বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ গোপালপুরে। মঙ্গলবার বিকট শব্দ শুনতে পায় স্থানীয় মানুষজন। তার সঙ্গে দেখতে পাই পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া। বিকট শব্দ ও ধোয়াতে স্থানীয়রা অনুমান করেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। বোমা বিস্ফোরণের মানিকচকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জেসরোতটোলা এলাকায়। একটি বোমা বিস্ফোরণ হয় বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।কি ভাবে এই ঘটনা ঘটলো তানিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় স্কুল শিক্ষার্থীদেরও উপস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার বানীপুর থেকে রাজ্যজুড়ে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শুভ সূচনা ও শিলান্যাস করার পাশাপাশি সিএএ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব, রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীসহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, সহকারী সভাধিপতি বীণা মন্ডল, বিধায়কগণ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রমুখ। এই সভায় বহু স্কুলের শিক্ষার্থীরা হাজির ছিল। বারাসাত দু নম্বর ব্লক থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ সেখানে হাজির স্কুলের শিক্ষার্থী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সহ আগত উপভোক্তাদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে তাদেরকে স্বাগত জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোট দানে আগ্রহ বাড়াতে বিশেষ শিবির

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন:ভোটদানে আগ্রহ বাড়াতে 'সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন' অর্থাৎ (এসভিইইপি) প্রকল্পে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রকল্পেই ভোটদানে যাতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রথম ভোট দিতে যাওয়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভোটদানের গুরুত্ব বোঝেন,তাই শিবির করার সিদ্ধান্ত হয়েছে নানা কলেজে।মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বীরশিবপুরের একটি বেসরকারি কলেজে এমন শিবির হয়।যেখানে ভোটদানের প্রক্রিয়া হাতে-কলমে শেখানো হয়।ব্লক প্রশাসনের এক কর্তা বলেন," শিবিরে কলেজ পড়ুয়াদের ভোট নিয়ে যা উৎসাহ ছিল, তা দেখে আমরা খুশি।" আর এক অফিসারের বক্তব্য,"কোন কোন ভোটার অবশ্য 'নোটা' নিয়ে জানতে চাইছেন।তার মানে এই নয় যে,তাতেই ভোট দেবেন, তা কিন্ত নয়! ভোটের হার বাড়লেই আমাদের চেষ্টা যথেষ্টই সফল হবে।

মহুয়া মৈত্রের দেওয়াল লেখার কাজ শুরু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন:কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মহুয়া মৈত্রের নাম ঘোষণা হওয়ার থেকেই উৎসাহ নিয়ে দেওয়াল লেখার কাজ শুরু করেছেন তৃণমূল কর্মীরা।তেহট্ট, কৃষ্ণনগর ,চাপড়া সহ বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লেখা হয়।চাপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাজিব সেখর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর টু করিমপুর রাজ্য সড়কের পাশে এবং চাপড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে দেওয়াল লেখার কাজ হয়। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন দেওয়াল তৃণমূল দখল করে রেখেছিল। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোরকদমে দেওয়াল লেখার কাজ শুরু হল। প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হওয়ার পরেই চাপড়া ব্লকে কৃষ্ণনগর বেতাই,শ্যামনগর সহ বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখতে শুরু করেন। মহুয়া মৈত্রকে এই কেন্দ্র থেকে জেতাতে একজোট হয়ে ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্বে দেওয়াল লেখার কাজ চলছে জোরকদমে।

প্রথম নজর

সাইপ্রাস থেকে ২০০ টন খাবার যাচ্ছে গাজায়

আপনজন ডেস্ক: প্রায় ২০০ টন খাবার নিয়ে ফিলিস্তিনের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে স্প্যানিশ দাতব্য সংস্থার একটি জাহাজ।
মঙ্গলবার (১২ মার্চ) ভোরে সাইপ্রাসের লারনাকা বন্দর ছেড়ে গাজার পথে রাওনা দেয় জাহাজটি। এক বিবৃতিতে মার্কিন দাতব্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন (ডব্লিউসিকে) এর প্রতিষ্ঠাতা সেলিব্রিটি শেফ জোস আন্দ্রেস ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইরিন গোর বলেছেন, নিয়মিতভাবে গাজার দিকে খাবার পাঠানোই তাদের লক্ষ। বেশিরভাগই সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থাটিকে জাহাজটি দিয়েছে স্প্যানিশ দাতব্য সংস্থা ওপেন আর্মস। সংস্থাটির নামেই জাহাজটির নামকরণ করা হয়েছে। তবে জাহাজটি গাজার ঠিক কোথায় নোঙর করার পরিকল্পনা করেছে তা প্রকাশ করেনি।
এর আগে অবরুদ্ধ গাজায় দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য গাজা উপকূলের কাছাকাছি একটি ভাসমান সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এটি কার্যকর হতে আরও কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগ থেকে আলাদা ডব্লিউসিকে’র পরিকল্পনা। কারণ রমজানে তারা আরও দ্রুত অবরুদ্ধ গাজার ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে চায়। দাতব্য জাহাজ ওপেন আর্মসকে সাইপ্রাসের লারনাকা বন্দর থেকে ময়দা, চাল ও অন্যান্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার জাহাজে তুলতে দেখা গেছে।
ডব্লিউসিকে জানিয়েছে, গাজায় পাঠানোর জন্য সাইপ্রাসে আরও ৫০০ টন খাবার মজুদ করেছে তারা।

গণহত্যার প্রতিবাদে গায়ে আগুন দেওয়া সেই মার্কিন সেনার নামে ফিলিস্তিনে সড়ক

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর চালানো বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে শরীরে আগুন দেওয়া সেই মার্কিন সেনার নামে ফিলিস্তিনে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।
রোববার (১০ মার্চ) অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে সড়কটির নতুন নামফলক উন্মোচন করা হয়। নামফলক উন্মোচন করেন জেরিকোর মেয়র আবদুল করিম সিদর। সবার উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা তাকে চিনতাম না। তিনিও আমাদের চিনতেন না। আমাদের মধ্যে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধন ছিল না। তার সঙ্গে আমাদের যে বিষয়টি মিলে যায়, তা হলো- স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা, আর গাজায় ইসরায়েলের হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।’
ইসরায়েলি গণহত্যায় পশ্চিমাদের সমর্থনের প্রতিবাদে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে নিজ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেল। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি।
সামরিক বাহিনীর পোশাক পরেই অ্যারন নিজের গায়ে আগুন দিয়েছিলেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ করছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, ‘গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে চান না।’
এরপর নিজের শরীরে আগুন দিয়ে চিৎকার করে বলদে থাকেন, ‘ফিলিস্তিনের মুক্তি চাই।’
ফিলিস্তিনি না হলেও ফিলিস্তিনিদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অ্যারন।

রমজান উপলক্ষে মুসলিম বিশ্বের নানা উদ্যোগ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ বা আগামীকাল শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। সারা দিন রোজা রাখার পর রাতে তারাবি পড়ার পাশাপাশি দাতব্যমূলক নানা কার্যক্রমে কাটাবেন মুসলিমরা। প্রতিবছরের মতো এবারও আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে রমজান মাস ঘিরে নানা কর্মসূচি দেখা গেছে।
সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ প্রতিবছর রমজান মাস শুরুর আগে বিভিন্ন দেশে উপহারসামগ্রী পাঠিয়ে থাকেন। এরই অংশ হিসেবে এবারও সৌদি বাদশাহর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে ৯৩টি দেশে ৫০০ টন দামি খেজুর পাঠানো হয়। পাশাপাশি পুরো রমজান মাসে ৪০টি দেশে রোজাদারদের ইফতার করানো হবে। তা ছাড়া দেশটির ইসলাম ও দাওয়াহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের ১৯টি দেশে নামাজ পড়াতে ইমাম পাঠানো হয়েছে বলে দেশটির বার্তা সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
রমজান মাস উপলক্ষে আরব আমিরাতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মুক্তি দিয়েছে দেশটি। এর মধ্যে দুবাইয়ে ৬৯১ জন, শারজায় ৪৮৪ জন, আজমানে ৩১৪ জন, ফুজাইরায় ৮৭ জন, রাসুলখেমায় ৩৬৮ জন। দেশটির প্রেসিডেন্ট শেখ মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানসহ অন্যান্য অঞ্চলের প্রধানদের নির্দেশনায় প্রতিবছর নানা উপলক্ষে অসংখ্য বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। তা ছাড়া রমজানে বিভিন্ন দেশের অভাবীদের মধ্যে দাতব্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। আর রমজান মাসে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে ইফতারের সময় জানান দেওয়া হবে।
কুয়েতের আন-নাজাত দাতব্য সংস্থার উদ্যোগে ১০ লাখ রোজাদারকে ইফতারি বিতরণ করা হবে। রমজান মাসে কুয়েতসহ বিশ্বের ২৭টি দেশে এসব ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হবে।
কাতারের দোহায় ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব মসজিদে তারাবি ও তাহাজ্জুদ নামাজে পুরো কোরআন খতম করা হয়।
বাহরাইনেও অনেক মসজিদে রমজানে তারাবি ও তাহাজ্জুদের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
মিসরের আওকাফ বিষয়ক মন্ত্রী ড. মুহাম্মদ মুখতার জানিয়েছেন, দেশটির কায়রো নগরীর ইমাম হুসাইন মসজিদে শতাধিক আলেম ও কারি পুরো রমজানে তারাবি ও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়াবেন।
তা ছাড়া দেশটির পক্ষ থেকে দুই শতাধিক ইমাম ও কারিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে।
মিসরীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রমজান উপলক্ষে তারা পুরো মিসরে অর্ধেক মূল্যে প্রায় দুই মিলিয়ন খাদ্য রেশন সরবরাহ করেছে। তা ছাড়া রমজান বরণ করতে মিসরের সড়কপথ, অলিগলিসহ বাড়িঘর বর্ণিল রূপ ধারণ করে। এদিকে ফিলিস্তিনের অধিকৃত জেরুজালেমের আওকাফ বিভাগ জানিয়েছে, রমজান উপলক্ষে পবিত্র মসজিদুল আকসায় মুসল্লিদের বরণে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
আওকাফের পরিচালক শায়খ আজ্জাম আল-খতিব বলেছেন, ‘আল-আকসা মসজিদে রমজান মাসজুড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি তারাবি, জুমা, খুতবা, কোরআন তিলাওয়াত, ধর্মীয় আলোচনাসহ নানা কর্মসূচি রয়েছে।

রমজানে মসজিদের ধ্বংসস্তূপে নামাজ আদায় করছেন গাজাবাসী

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি বিমান হামলায় বিধ্বস্ত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই কয়েক ডজন গাজাবাসী সোমবার, রমজানের প্রথম দিন তাদের নামাজ আদায় করেন। নামাজের নিয়তে হাত বেঁধে একজন ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, কিছু ফিলিস্তিনি পুরুষ নামাজ আদায় করেন। এর আগে রোজার মাসে মসজিদের ধংসস্তুপের মধ্যে নামাজ আদায়ের এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি ফিলিস্তিনবাসী।

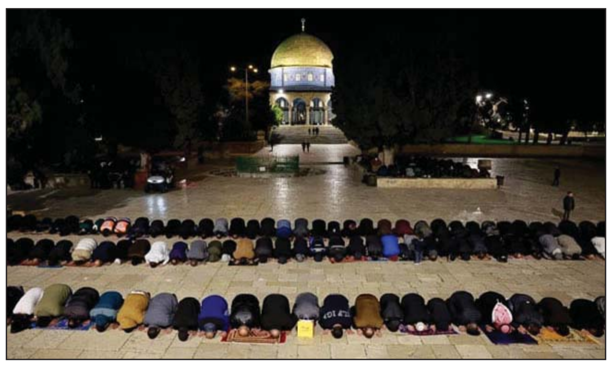

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চল জুড়ে অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী অনেকেই নামাজে অংশ নিতে পরেননি। তারা তাদের পরিবারের জন্য কিছু খাবারের সন্ধানে রাস্তায় নামেন।
ইসরাইলি বাহিনীর স্থল অভিযানে খান ইউনিসে নিজ পরিবারের জন্য তৈরি করা এক বাড়ির মালিক জাকি হুসেইন আবু মনসুর বলেন, ‘আমার ইচ্ছে হয়, বিমানগুলো আমার ওপর বোমা ফেলুক এবং আমি তাতে মারা যাই।’
৬৩ বছর বয়সী মনসুর এএফপিকে বলেন, ‘এই জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। কখনো কখনো আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাজারে দেখি, কিন্তু আমরা সেগুলি কিনতে অক্ষম।’ এই রমজানে গাজায় বঞ্চনার রূপই যেন স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছে।
রাফাহ’র বাজারে খাদ্য সামগ্রীর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কয়েকটি দোকানে ঐতিহ্যগতভাবে রমজানে বিক্রি হওয়া ‘কাতায়েফ’ নামে এক ধরনের মিষ্টান্ন পাওয়া যাচ্ছে।
রোজার মাসে সাধারণত রাস্তায় যে উজ্জ্বল আলো ও সাজসজ্জা শোভা পায়, তা স্পষ্টতই অনুপস্থিত। তবে কিছু কিছু স্টলে রমজানের ফানুস প্রদর্শন করা হচ্ছে। গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া ও বর্তমানে রাফাহতে আশ্রয় নেয়া ৩৯ বছর বয়সী মাইসা আল-বালবিসি বলেন, ‘আমরা শাকসবজির দামও দিতে পারি না, ফলের কথা ছেড়ে দিন।’
দুই সন্তানের মা তার তাঁবুর কাছে এএফপিকে বলেন, ‘সবকিছুই খুব দামি। বাচ্চাদের ও আমার জন্য আমি কিছুই কিনতে পারছি না। এমনকি সবচেয়ে সাধারণ জিনিসের দামও আকাশচুম্বী হয়েছে।’
৭ অক্টোবরে হামাসের হামলার প্রতিশোধ নিতে ইসরাইলের নিরবচ্ছিন্ন সামরিক অভিযানের মধ্যে ফিলিস্তিনিরা এই বছর রমজান পালন করছে।
সরকারি ইসরাইলি পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে এএফপির তথ্য অনুযায়ী, হামাসের ওই অভিযানে প্রায় ১ হাজার ১৬০ জন নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। আর, হামাস পরিচালিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুসারে, হামাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক অবিরাম হামলায় অন্তত ৩১ হাজার ১১২ জন নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

রমজানে গাজায় ‘যুদ্ধ বন্ধ করার’ আহ্বান জাতিসংঘ প্রধানের

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়া সত্ত্বেও গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় আতংক প্রকাশ করেছেন।
গুতেরেস সোমবার সাংবাদিকদের বলেছেন, পবিত্র এই মাসেও যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় আমি আতংকিত এবং ক্ষুব্ধ। এটি হৃদয়বিদারক ও অগ্রহণযোগ্য।
যুদ্ধবিরতির আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর গুতেরেস গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে বলেছেন, গাজায় ক্ষুধা ও অপুষ্টি বিরাজ করছে।
তিনি ত্রাণ সরবরাহে সকল বাধা দূর করারও আহ্বান জানান।
গতবছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস ইসরাইলে আকস্মিক হামলা চালায়। এর প্রতিশোধ হিসেবে ওইদিনই ইসরাইল পাল্টা হামলা শুরু করে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।
অব্যাহত এ হামলায় এ পর্যন্ত ৩১ হাজার ১১২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
গুতেরেস বলেছেন, ইতিহাস প্রত্যক্ষ করছে। আমরা দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে পারি না। আরও প্রাণহানি এড়াতে আমাদের অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে।

আগ্রাসন-ক্ষুধা আর রক্ত দিয়ে রমজানকে স্বাগত জানাল গাজাবাসী

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি অবরোধে বিচ্ছিন্ন গাজা উপত্যকায় চারিদিকে ক্ষুধার্থ ফিলিস্তিনিদের হাহাকার; পাশাপাশি দখলদার বাহিনীর অবিরাম বোমা বর্ষণের মধ্যেই পবিত্র রমজান মাসকে স্বাগত জানিয়েছেন ফিলিস্তিনিরা।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গতকাল সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস। ইবাদতসহ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মাসটি পালন করবেন সারা বিশ্বের মুসলিমরা। তবে এবারের রমজানে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের চিত্রটা যেন ভিন্ন।
ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে রমজানের শুরুতে আগের চেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ৫০ বছর বয়সী আউনি আল-কায়য়াল। আল জাজিরাকে নিজেদের বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, জানেন আমাদের কাছে খাবার নেই। রমজানের শুরুটি দুঃখজনক এবং অন্ধকারে ঢেকে আছে। চারদিকে রক্তের গন্ধ ও স্বাদ বিরাজমান। ইফতার করার মতো আমাদের কাছে কোনো খাবার নেই। ইসরায়েল চায় না রমজানে আমরা খুশি থাকি।
আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গুরুতর অপুষ্টি ও পানিশূন্যতার কারণে নতুন করে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অনাহারে ২৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বর্তমানে উত্তর গাজা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। কারণ, এলাকাটিতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও খাদ্য সহায়তায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরাইল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে গাজার উত্তরাঞ্চলে প্রতি ছয়জনের মধ্যে অন্তত একজন অপুষ্টির শিকার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাদা পতাকা নয়, ইউক্রেনের প্রয়োজন অস্ত্র: ন্যাটো মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: পোপ ফ্রান্সিসের মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটোর মহাসচিব জেন্স স্টোলটেনবার্গ বলেছেন, আমরা যদি শান্তিপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের আলোচনা চাই, তাহলে সেখানে পৌঁছার উপায় হলো ইউক্রেনকে সামরিক সহযোগিতা সরবরাহ করা।
সোমবার ব্রাসেলসে ন্যাটোর সদর দফতরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। সুইজারল্যান্ডের আরএসআই নামের একটি টেলিভিশন ফেব্রুয়ারিতে পোপ ফ্রান্সিসের একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে। আগামী ২০ মার্চ এটি প্রচার করা হবে। ওই সাক্ষাৎকারে পোপের কাছে রাশিয়া ও ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে পোপ বলেন, যখন আপনি দেখছেন হেরে যাচ্ছেন, সবকিছু ঠিকভাবে চলছে না, তখন আপনাকে আলোচনার পথ খুঁজতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে ইউক্রেনকে সাদা পতাকা প্রদর্শনের সাহস রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন পোপ। এই মন্তব্যের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ন্যাটো মহাসচিব বলেছেন, আলোচনার টেবিলে যা ঘটে তা রণক্ষেত্রের শক্তির সঙ্গে জড়িত। ইউক্রেনের এখন সাদা পতাকা প্রদর্শনের সময় বলে তিনি মনে করেন কিনা জানতে চাইলে স্টোলটেনবার্গ বলেন, ইউক্রেনীয়দের আত্মসমর্পণের বিষয়ে কথা বলার সময় নয় এখন। এটি ইউক্রেনীয়দের জন্য হবে একটি ট্র্যাজেডি। আমাদের জন্যও তা হবে বিপজ্জনক।

হাইতির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: হাইতির প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরি পদত্যাগ করেছেন। গুয়েনার প্রেসিডেন্ট এবং ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির (কেরিকম) বর্তমান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইরফান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কেরিকমের নেতারা হাইতির পরিস্থিতি নিয়ে একটি জরুরি শীর্ষ সম্মেলন করার সময় এরিয়েল হেনরির পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইরফান আলী।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫০ মি.

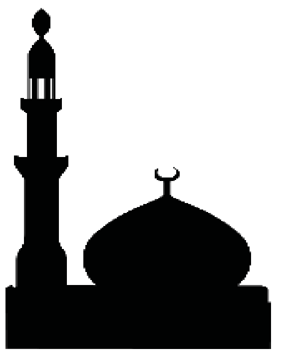

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৬	৫.৪৭
যোহর	১১.৫১	
আসর	৪.০৫	
মাগরিব	৫.৫০	
এশা	৬.৫৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

পাকিস্তানে আবাসিক ভবন ধস, নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের মুলতানে একটি জরাজীর্ণ তিনতলা ভবন ধসে তিন নারীসহ অন্তত নয়জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুই জন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হারাম গেটের কাছে মুলতানের মহল্লা জাওয়াদিয়ান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, তাদের দুই ছেলে ও তাদের তিন মেয়েসহ একই পরিবারের সাত সদস্য রয়েছেন বলে জানা গেছে। আশেপাশের বাড়িগুলোতেও ধ্বসে পড়া ভবনটির কিছু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

সুদানের সরকারি টেলিভিশন-রেডিও দখলে নিলো সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার সংঘাতপূর্ণ দেশ সুদানের জাতীয় রেডিও ও টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয় দখলে নেয়ার দাবি করেছে সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার (১২ মার্চ) দেশটির সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা জাতীয় রেডিও ও টেলিভিশনের সদরদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) সদস্যদের হটিয়ে রেডিও ও টিভি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন তারা। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত দুই সম্প্রচারমাধ্যমের সদরদপ্তর ওমদুরমান শহরে অবস্থিত। রাজধানী খার্তুম থেকে নীল নদের পাশে এই শহরটির অবস্থান। তবে সেনাবাহিনীর এই দাবির বিষয়ে আরএসএফের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
গত বছরের এপ্রিলে সুদানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দেশটির শক্তিশালী আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।
আরএসএফকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করা নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে এই সংঘাতের শুরু হয়। কয়েক মাস ধরে চলা দেশটির দুই বাহিনীর এই সংঘাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ও আরও লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হন।

রাশিয়ার দুটি জ্বালানি ডিপোতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার একাধিক শহরে অন্তত ২৫টি ড্রোন এবং নয়টি রকেট হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে রাশিয়ার কস্তোভো এবং ওরিওল শহরের পৃথক দুটি জ্বালানি ডিপোতে ব্যপক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে আঞ্চলিক গভর্নররা।
মঙ্গলবার (১২ মার্চ) রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে- রুশ বাহিনী মস্কো, লেনিনগ্রাদ, বেলগোরড, কুরস্ক, ব্রায়ানস্ক, তুলা এবং ওরিওলসহ রাশিয়ান অঞ্চলে ২৫টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করেছে।
নোভগোরোড অঞ্চলের গভর্নর গ্লেব নিকিতিন জানিয়েছেন, মস্কো থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার পূর্বে কস্তোভোর কিরিশি শহরের উপকণ্ঠে রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লুকোইলস নরসি তেল শোধনাগারে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে শোধনাগারে ব্যাপক আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে নরসি শোধনাগারের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি বলেন, জরুরি পরিষেবাগুলো সেখানে আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছে। এর আগে ওরিওলে, ইউক্রেনীয় সীমান্ত থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে আরো একটি ড্রোন পৃথক একটি জ্বালানি ডিপোতে বিধ্বস্ত হয় এবং আগুন ধরে যায়। মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে আঞ্চলিক গভর্নর আন্দ্রে ক্লিচকভ জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে একটি জ্বালানি এবং শক্তি কমপ্লেক্স সুবিধায় আক্রমণ করা হয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৭১ সংখ্যা, ২৯ ফাল্গুন ১৪৩০, ২ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

মঙ্গলে মানুষের মঙ্গলই

এক জন দুই জন নহে, মঙ্গলগ্রহে আগামী আড়াই দশকের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে পাঠাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ইলন মাস্ক। মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলিয়া গিয়াছিলেন—মানবসভ্যতাকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে মানুষকে অবশ্যই অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন করিতে হইবে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, পৃথিবী নানান কারণে নিঃস্ব-রিক্ত হইয়া পড়িতেছে। পরিবেশ বিষাইয়া যাইতেছে। মানুষের ভার বহনের ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে পৃথিবীর। ইহার জন্য মানুষেরই অবিমৃশ্যকারী কাণ্ডকারখানাই দায়ী। সুতরাং নিকটবর্তী উপগ্রহ চাঁদ কিংবা নিকটবর্তী লাল গ্রহ মঙ্গলের দিকে মানুষের দৃষ্টি বহু দিন ধরিয়াই নিবদ্ধ। মানুষ চাঁদে গিয়াছে বেশ কয়েক বার। সেইখানে পানি নাই, অক্সিজেন নাই, ভয়ংকর প্রতিকূল পরিবেশ। কেবল পায়ের তলায় জমিন আছে মাত্র। তাও সেই জমিন ঘনঘন ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠে। মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর আয়তন আকৃতির কিছুটা মিল থাকিলেও তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ একদমই মানুষের বসবাসের উপযুক্ত নহে। সেইখানেও অক্সিজেন বা তরল পানি নাই। তবে ইলন মাস্ক যখন মঙ্গলকে মনুষ্য বসতির জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার মহাপরিকল্পনা তথা মহা ইচ্ছার কথা জানাইয়াছেন, তখন তাহা সমগ্র বিশ্বেই আলোচনার বিষয় হয়। মাস্কের মতে, লাল গ্রহটিতে স্বনির্ভর বসতি স্থাপনে খরচ হইবে ১০০ বিলিয়ন হইতে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রতি বত্সর কয়েক মেগা টন কার্গো মঙ্গল গ্রহে লইবে মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সের রকেট। স্টারশিপের লক্ষ্য প্রতিদিন গড়ে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করা, ইহাতে প্রতি বত্সর ১ হাজারের অধিক ফ্লাইট পাঠান হইবে, প্রতি ফ্লাইটে যাবে ১০০ টনের বেশি কার্গো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’তে হোসেন মিয়া বসতিশূন্য ময়নাদ্বীপে ভুখা-নাঙ্গা সাধারণ মানুষকে লইয়া নূতন বসতির উদ্যোগ লইয়াছিলেন। সেইখানে দেখানো হইয়াছিল নূতন বসতি স্থাপনের বিচিত্র সকল টানাপড়েন ও নেপথ্য উদ্দেশ্য। মনে হইতে পারে—ইলন মাস্ক যেন আধুনিক সময়ের হোসেন মিয়া। তবে নূতন নূতন জায়গায় বসতি তথা উপনিবেশ গড়িয়া তোলা মানুষের আদিম অভ্যাস। ইহার লক্ষ্যেই অসংখ্য অভিযান হইয়াছে। হইয়াছে শতসহস্র যুদ্ধ। মানুষ যখন সভ্য হইয়া উঠে নাই, তখনো আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাদা-ছোড়াছুড়ি করিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস মূলত যুদ্ধের ইতিহাস। এখন কথা হইল, মঙ্গলে মানবজাতি যদি সত্যিই উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা কি পৃথিবীর যুদ্ধ-ভাইরাস মুক্ত হইবে? নাকি সেইখানেও একটি পর্যায়ে আসিয়া শুরু হইবে যুদ্ধের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ? সেইখানেও কি কোনো এক কবি বীতশ্রদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ভবিষ্যতে প্রশ্ন তুলিবেন—‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,/ তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।’ কাজী নজরুল ইসলাম যেমন ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় লিখিয়াছেন—‘গাহি সাম্যের গান—যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।’ মঙ্গলে কি মোটা দাগে বাধা-ব্যবধান মুছিয়া ফেলা যাইবে? নাকি সেইখানেও বিপুল ফসলের আবাদের পরও রাতে না খাইয়া কোনো শিশুকে ঘুমাইতে যাইতে হইবে? সেইখানেও যুদ্ধে মরিবে কি শতশত শিশু? নূতন নূতন রাষ্ট্র নূতন সীমারেখা টানিবে কি? সীমান্তে চলিবে কি হত্যা? যুদ্ধ আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেইখানেও কি ঈশানকোণে জমিবে বৈষম্যের মেঘ? নাকি সত্যিই মঙ্গলে থাকিবে ইক্যুয়াল অপরচুনিটি? অর্থাত্ সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। অনেক প্রশ্ন। উত্তরগুলি অজানা। কারণ মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় প্রাণী। মানুষের মনোজগত্ অত্যন্ত জটিল। মহাবিশ্বের মতো মানুষের মনেরও তল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরও আমরা ইতিবাচকভাবেই চিন্তা করিব। মনে করিব, মঙ্গলে মানুষের মঙ্গলই হইবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে কেন কেন্দ্রের উদ্বেগ বাড়ছে

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। নানা কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতে নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো, তা নিয়ে লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

নির্বাচনের আগে ভারতে এখন আলোচনা প্রায় পুরোপুরি নরেন্দ্র মোদিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) লোকসভা নির্বাচনে ৬০ না ৭০, কত শতাংশ আসন পাবেন, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। ঠিক সেই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতে একটা নতুন রাজনৈতিক ন্যারেটিভ বা আখ্যান তৈরি হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিলেই এর চেহারাটা স্পষ্ট হবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মিজোরামের বিধানসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার বিরোধিতার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত অবাধ যাওয়া-আসা বন্ধের সিদ্ধান্তের নিন্দা করা হয়।
মিজোরাম বিধানসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কারণ গত ৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ঘোষণা। অমিত বলেছিলেন, ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত বন্ধ করা হবে। দুই দিন পর ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখতে কেন্দ্র ভারত-মিয়ানমার ‘ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম’ (এফএমআর) বা অবাধ চলাচল বাতিল করবে।
ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ‘প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উন্নতিতে’ আসিয়ান দেশগুলোকে মাথায় রেখে ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতি নেওয়া হয়েছিল। ১১টি আসিয়ান দেশের মধ্যে মিয়ানমারও রয়েছে। সে কারণেই ২০১৮ সালে ভারত-মিয়ানমারের মধ্যে এফএমআর পাকাপাকিভাবে চালু হয়। এখন এটা বন্ধ করতে চায় ভারত। এ সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে।
মিজোরামের বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে. সাপডাঙ্গা যে কথাগুলো বলেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভারতের জন্য উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, ‘জো সম্প্রদায় আজ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভাজিত। কিন্তু তারা শতকের পর শতক ভারতের মিজোরাম ও মিয়ানমারের চিন পর্বতমালার বাসিন্দা। তাদের নিজেদের প্রশাসন ছিল। কিন্তু তারা বিভাজিত হলো, কারণ ব্রিটিশ অঞ্চল অধিগ্রহণ করল।’ এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ইউরোপীয়রাই ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত ভাগ করেছে (বস্তুত ভারত থেকে আফগানিস্তান ভাগ সবই ব্রিটিশ আমলে করা হয়েছে)। ভারতের উত্তর-পূর্বে জো (এবং অন্যান্য) জনগোষ্ঠীর সীমানা ভাগাভাগি সেটারই ধারাবাহিকতা। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই মিজোরামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘ব্রিটিশের চাপানো সীমান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।’ সবশেষে তিনি যে মন্তব্যটি করেন, তা ভারতের জন্য বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, ‘তারা (জো জাতিগোষ্ঠী) একদিন একটি প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখছে।’

বিষয়টি কেন উদ্বেগের

প্রথমত, এটা ভারতকে অতীতের পরিস্থিতিতে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রবল বেগ পেতে হয়েছিল দেশটির প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে প্যাটেল তাঁর প্রতিনিধি আসাম বিধানসভার স্পিকার দেবেশ্বর শর্মাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পাঠান বিভিন্ন স্বাধীন জাতিগোষ্ঠীকে নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে।
সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বিষয়টির উল্লেখ করে অঞ্চল বিশেষজ্ঞ এবং ভুটানের রয়্যাল থিম্পু কলেজের অধ্যাপক জেলে জে পি ওয়োটার্স লিখেছেন, ‘শর্মাকে তাঁর চিঠিতে প্যাটেলকে বলেন, ‘‘আসামের নাগা পাহাড়-সংলগ্ন মণিপুর রাজ্যের মাও নাগারা মণিপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য নাগাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।’’’ ইম্ফল উপত্যকার অপর প্রান্তে বিচ্ছিন্নতার একই রকম দাবি ছিল। শর্মা লিখছেন, ‘আসামের লুসাই (মিজো) পাহাড়সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের মিজো ইউনিয়ন ও মণিপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লুসাই পাহাড়ে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগ দিতে চায় এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা মাও ও মিজো জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা স্বাভাবিক (এবং) শুধু আসাম রাইফেলসকে দিয়ে এদের মণিপুর রাজ্যের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে।’ অর্থাৎ যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক কারণেই নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা একাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল। এটাকেই পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদী অবস্থান বলে ব্যাখ্যা করেছে। মিজোরামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কারণে নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আবেগ নতুন করে ফিরে আসছে। স্বাধীনতার ৭৬ বছর পর এটা নয়াদিল্লির জন্য উদ্বেগের।

ভারতের সাবেক সেনাপ্রধানের সতর্কবার্তা

গত ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে একপ্রকার সতর্কই করে দিয়েছেন ভারতের সাবেক চিফ অব আর্মি স্টাফ (সেনাপ্রধান) জেনারেল এম এম নারাভানে। জেনারেল নারাভানে বলেছেন, মণিপুর ও মিজোরামে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে মিয়ানমারের চিন সম্প্রদায়ের জাতিগত সম্পর্ক রয়েছে।
ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান বক্তব্য হলো, ‘বিষয়টি জটিল, যেহেতু সীমান্তের দুই পাড়ে একই

জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। সীমান্তে অসংখ্য এমন গ্রাম রয়েছে, যেখানে বাসিন্দাদের বাসা একদিকে এবং বাসা-সংলগ্ন মাঠ কৃত্রিমভাবে তৈরি সীমান্তের ওপারে। সীমান্ত বন্ধ হলে মানুষের যন্ত্রণার শেষ থাকবে না।’ নারাভানের কথায়, ‘কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্থানীয় সম্প্রদায়ের উদ্বেগ বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা বোঝা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সরকারের নিরাপত্তাবিষয়ক উদ্বেগের কথাও তুলে ধরা জরুরি, মানুষের আস্থা অর্জনও জরুরি। এটা বোঝানোও প্রয়োজন, সবার মতামত নিয়েই স্বচ্ছভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এসব প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে অঞ্চলে বেসামরিক স্তরে অশান্তি সৃষ্টি না হয়।’ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা অবকাঠামোর জন্য এই মন্তব্য একধরনের সতর্কবার্তাও বটে।
তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে নাগাল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-আইএম (এনএসসিএন-আইএম) বা আদিবাসী সমাজের নেতাদের সংগঠনও (আইটিএলএফ) এর বিরোধিতা করছে। নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

মণিপুর জন্ম দিচ্ছে একাধিক উদ্বেগের

কুকি সমাজের বুদ্ধিজীবী সংগঠন ওয়ার্ল্ড কুকি-জো ইন্টেলেকচুয়াল কাউন্সিলের মহাসচিব চুংজ্যালেন হাওকিপ দক্ষিণ মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর থেকে টেলিফোনে প্রথম আলোকে বললেন, ‘মণিপুর কার্যত একটি টাইম বোমার ওপরে বসে রয়েছে।’ এ বক্তব্যের একাধিক জটিল কারণও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।
হাওকিপ বললেন, সীমান্ত বন্ধ করার বিষয়টি নাগা, জো, কুকিসহ অন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
অধ্যাপক ওয়োটার্সের যুক্তিতেই তিনি বলেন, ‘ভারত রাষ্ট্র গঠনের আগে উত্তর-পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান এবং আসা-যাওয়া চলছে। সীমান্ত যদি বন্ধ করা হয়, তাহলে নাগা-কুকি-জো ইত্যাদিদের বিরাট সমস্যা হবে। কিন্তু মেইতেইদের জন্য হবে না, কারণ বাংলাদেশ বা মিয়ানমারে নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক কারণে মেইতেইরা নেই। এটা মাথায় রেখেই সীমান্ত বন্ধের পরিকল্পনা করা হয়েছে।’ সরকারি অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্র এখনো মেইতেই সমাজের বেসরকারি মিলিশিয়া আরাম্বাই টেঙ্গলের হাতে রয়েছে, যা সহিংসতা বন্ধ হতে দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ করলেন হাওকিপ। এই অস্ত্র লুণ্ঠন ভারতে এক নতুন ধরনের মিলিশিয়ার জন্ম দিচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সে কথা বললেন ভারতের এক জ্যেষ্ঠ সামরিক পর্যবেক্ষক।
তিনি বলেন, ‘ভারতের সেনাবাহিনী চার বছরের জন্য অগ্নিবীর প্রকল্পে নিয়োগ দিচ্ছে। যাদের নিয়োগ দিচ্ছে, তারা চার বছর পর প্রশিক্ষণ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। সেই প্রশিক্ষণ সাধারণ প্রশিক্ষণ নয়, লড়াই করার প্রশিক্ষণ এবং তখন তাদের কাজ থাকবে না। ফলে বেসরকারি বাহিনী তৈরি হবে, যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা মণিপুরে আরাম্বাই টেঙ্গলের মাধ্যমে হচ্ছে।’
বিষয়টি নিয়ে ভারতে সরকারের ভেতরে ও বাইরে উদ্বেগ রয়েছে, কারণ এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতীতে অনেক দেশে হয়েছে। যেমন রাশিয়ার ভাগনার গ্রুপের একাংশ সরকারের বিরুদ্ধেও কাজ করেছে। ফলে মণিপুর ভারতে নতুন উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে।

মেইতেই সমাজের বক্তব্য

মেইতেই সমাজেরও কেউ কেউ মনে করেন, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্ত বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। একটি প্রভাবশালী মেইতেই সংগঠন অল ইউনাইটেড ক্লাবের সভাপতি ন্যান্ডো আমুকো টেলিফোনে প্রথম আলোকে বলেন, সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব মেইতেই সমাজের অনেকেই সমর্থন করেন না। আমুকো বলেন, ‘এই সীমান্ত ৩৯৮ কিলোমিটারের। এটা সরকার কীভাবে বেড়া দেবে? বিশেষ করে এর মধ্যে যখন পাহাড়, নদী ইত্যাদি রয়েছে? অবাস্তব পরিকল্পনা। এ ধরনের কথাবার্তা সরকার বলে চলেছে, কারণ তাদের উদ্দেশ্য অন্য।’
অর্থাৎ মেইতেই এবং আদিবাসী—দুই যুযুধান জাতিগোষ্ঠীই ভারত সরকারকে অবিশ্বাস করছে। তবে মেইতেই সমাজের মিলিশিয়াদের হাতে সরকারি অস্ত্রাগারের লুণ্ঠিত অস্ত্র রয়েছে বলে যে অভিযোগ কুকি জনগোষ্ঠীর নেতারা করছেন, তার বিরোধিতা করে আমুকো বললেন, অস্ত্র বরং রয়েছে কুকিদের হাতেই। তারা নিয়মিতই মিয়ানমার থেকে মণিপুরে ঢুকছে। মিয়ানমারের কুকিরা মণিপুরে ঢুকছেন—এ অভিযোগ অস্বীকার করলেন হাওকিপ। হাওকিপের বক্তব্য, ‘মিয়ানমারের অর্ধে জমির পরিমাণ বেশি, জমি যথেষ্ট উর্বর। সেখানে বিভিন্ন দামি পাথরের খনিও রয়েছে। ফলে তারা এখানে কোনো কাজে এলেও রাতে থাকেন না।’ অর্থাৎ, প্রায় প্রতি ইস্যুতেই আদিবাসী এবং মেইতেই সমাজের মধ্যে মতবিরোধ অব্যাহত। আমুকো বললেন, মণিপুরের বাইরে এখন আর মণিপুর নিয়ে বিশেষ খবর না বেরোলেও লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

এ সময়ের বড় উদ্বেগ: নাগরিকত্ব আইন

উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্যা শুধুই মণিপুর নয়। মণিপুর থেকে মিজোরাম বা নাগাল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়া আদিবাসী ‘আইডেনটিটি’র উদ্বেগও নয়। আরও একাধিক সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়িত হবে। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আগেরবারের (২০১৯-২০) মতোই প্রতিবাদ শুরু হয়েছে আসামে।
একাধিক বিজেপিবিরোধী দল বলেছে, আইন বাস্তবায়িত হলে এবারের আন্দোলন হবে আরও বড় মাপের। অন্য রাজ্যের ছাত্রসংগঠনও প্রথম আলোকে জানিয়েছে, আসামে সিএএবিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে তাদের রাজ্যেও পাবে। সিএএর বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গে যে কারণে করা হয় (মূলত বিজেপি-বিরোধিতার জায়গা থেকে) উত্তর-পূর্ব ভারতে সেই কারণে হয় না। উত্তর-পূর্বে সিএএর বিরোধিতা হচ্ছে ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তির সঙ্গে সিএএর সংঘাতের কারণে। আসাম চুক্তি বলছে, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই স্বীকৃত নাগরিক। ওই তারিখের পরে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নন। সিএএ বলছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই স্বীকৃত নাগরিক। অর্থাৎ, সিএএ স্বীকৃত নাগরিকের ‘কাট অফ’ তারিখ আরও ৪৩ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে, এতেই আপত্তি উত্তর-পূর্বের মানুষের। উত্তর-পূর্বের আদিবাসীদের বক্তব্য, একটি বিশাল ভাষাগোষ্ঠীর পাশে তারা ক্ষুদ্র কিছু জাতিগোষ্ঠী। এই বিশাল ভাষাগোষ্ঠী হলো বাঙালি। এর সঙ্গে রয়েছে সম্পদশালী মাড়োয়ারি এবং বিহার থেকে আসা কর্মঠ শ্রমিক। সিএএতে যদিও মুসলমান সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের সমস্যা শুধু মুসলমান নিয়ে নয়, হিন্দু বাঙালি, মাড়োয়ারি বা বিহারি নিয়েও। যেটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের তফাত। এই আইনে বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্বের নির্দিষ্ট রাজ্যে আদিবাসী অঞ্চলে বাইরের মানুষ জমি-জায়গা কিনতে পারবেন না [সিএএ ধারা ৩/৬বি (৪)]। তবু সাধারণ মানুষের সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। তাঁরা বলছেন, ৪৩ বছর ধরে আসা মানুষ সিএএর মাধ্যমে যদি স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পান, তাহলে ভবিষ্যতে ছোট জাতিগোষ্ঠীর জায়গা সংকুচিত হবে। কারণ, ভবিষ্যতে বাইরের মানুষের পরিবার স্ফীত হবে। এই কারণেই তারা সিএএবিরোধী।
এর আগে ২০১৯-২০ সালে যখন সিএএ বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছিল, তখনো আসামে প্রবল অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর আসাম সফরের সময়েও সেখানে সিএএ নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির, যা পশ্চিমবঙ্গেও ঘটেনা।
বিষয়টি মাথায় রেখে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উত্তর-পূর্বে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা আরও মজবুত করছে।
এ ছাড়া আসামের বৃহৎ সংখ্যালঘু মুসলমান এবং মেঘালয়ে সংখ্যাগুরু খ্রিষ্টানদের মধ্যে গত দুই বছরে নানা কারণে গভীর নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে। নাগাল্যান্ডে পৃথক রাজ্যের আন্দোলন নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের সমস্যা সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে। এই নিরাপত্তাহীনতা কিছুটা প্রকাশ্যে এল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্য থেকে মিজোরামের বিধানসভা বৃহত্তর ‘জো হোমল্যান্ডের’ ডাক দিল।

সৌজন্যে: প্র. আ.

ইমরান খান ছাড়া নবাগতদের পিটিআই কেমন করবে পার্লামেন্টে

মালিক আসাদ

ইমরান খান, শাহ মেহমুদ কুরেশি, পারভেজ এলাহি ও রাজনীতিতে হেভিওয়েটদের অনুপস্থিতিতে একঝাঁক আইনজীবী এবার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে পিটিআইকে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন। তাঁদের অনেকেই দলে নবাগত। যোগ দিয়েছেন ২০২২ সালের এপ্রিলে ইমরান খানের পতনের পর। পিটিআই সংসদে বিরোধীদলীয় বেঞ্চে বসতে যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত মৃদুভাষী গহর আলী খান, আগুনে মেজাজওয়ালা শের আফজাল মারওয়াত এবং সাবেক পিপিপি নেতা সরদার লতিফ খোসার সমন্বয়ে তৈরি বিরোধী দল আগের বছরগুলোর তুলনায় সংসদে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।
তবে দলের সিংহভাগ বিশ্বাসযোগ্য নেতা ও অনুগত কর্মী-সমর্থকেরা দলে নবাগতদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছেন না। পিটিআইয়ের পাক্কা অনুসারী হিসেবে দাবি করেন, এমন অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের এই অস্বস্তির একটাই কারণ। আর তা হলো এই আইনজীবীরা ‘শর্টকাট’ উপায়ে দলে ঢুকেছেন।
যদিও দলের এই নবাগতদের ইমরান খানকে সহায়তা করা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, পিটিআইয়ের সঙ্গে দশকের ওপর আছেন, এমন কর্মী ও সমর্থকেরা সংসদে নতুন মুখদের নিয়ে অস্বস্তিতে আছেন। পিটিআই সাধারণ নির্বাচনে এত বেশিসংখ্যক আইনজীবীকে কেন মনোনয়ন দিল, তার পেছনে দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, দলের সিংহভাগ নেতা কারাগারে অথবা আত্মগোপনে ছিলেন। ফলে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি।
আদিয়ালা কারাগারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইমরান খান তাঁর প্রার্থীদের নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, নির্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারায় তাঁকে অনূর্ধ্ব-১৬ দল নিয়ে খেলতে হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, দলটির প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও আইনজীবী ছাড়া আর কারও যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। ইমরান খানের সঙ্গে দলের

অন্যদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন আইনজীবীরা। একমাত্র তাঁরাই আদিয়ালা জেলে প্রবেশের অনুমতি পেতেন। ক্রমে তাঁরা ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।
আদালতের সহকর্মীরা যখন একযোগে সংসদে ঢুকবেন, তখন তাঁদের মধ্যে পেশাগত বিদ্বেষ দেখা দিতে পারে, এ শঙ্কা আছে কারও কারও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শের আফজাল মারওয়াত পিটিআইয়ের আইনজীবী দলকে ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা করে এসেছেন। অল্প কদিন আগেই শোয়াইব শাহিন ও ব্যারিস্টার গহরকে তিনি যেভাবে বিঁধেছেন, তা সবারই মনে আছে।
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর ইমরান খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন শাহ মেহমুদ কুরেশিকে। পরে কুরেশি গ্রেপ্তার হলে ব্যারিস্টার গহর পার্টি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন। তবে দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে ব্যারিস্টার গহর চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হলেও পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে এ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। সাধারণ নির্বাচনে দলটি তাদের প্রতীক ‘ব্যাট’ও হারায়।
আগামী মাসে দলের নেতৃত্ব নির্বাচনে আরেক দফা ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার আলী জাফরকে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। কিন্তু আলী জাফর তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে দলকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ডন-এর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যারিস্টার ও সিনেটর জাফর বলেন, যেহেতু তাঁকে ইমরান খানের মামলাগুলোয় মনোযোগ দিতে হচ্ছে, তাঁর পক্ষে এমন চ্যালেঞ্জিং কাজ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর মতে, ব্যারিস্টার গহরই চেয়ারম্যান হিসেবে থেকে যেতে পারেন।
শুরুতে ধারণা করা হচ্ছিল, ব্যারিস্টার গহর ও মারওয়াত জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলীয় নেতার আসনে বসবেন। তবে পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান দলের মহাসচিব ওমর আইয়ুব খানের নাম প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রস্তাব করেন। আলী জাফরের মতে, জাতীয় পরিষদে তিনিই হতে পারেন প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা। জাফর বলছেন, ওমর আইয়ুব খানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি একজন ঝানু ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক।
আদালতের সহকর্মীরা যখন একযোগে সংসদে ঢুকবেন, তখন তাঁদের মধ্যে পেশাগত বিদ্বেষ দেখা দিতে পারে, এ শঙ্কা আছে কারও কারও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শের আফজাল মারওয়াত পিটিআইয়ের আইনজীবী দলকে ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা করে এসেছেন। অল্প কদিন আগেই শোয়াইব শাহিন ও ব্যারিস্টার গহরকে তিনি যেভাবে বিঁধেছেন, তা সবারই মনে আছে।
আবার যেমন ইমরান খানের যে আইনজীবী প্যানেল রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল, এর মধ্যে লতিফ খোসা ছিলেন না। তারপরও আপিল করা হয়েছে, এমন এক ঘোষণা দিয়ে বসেন খোসা। এ নিয়ে যারপরনাই বিরক্ত হন ব্যারিস্টার জাফর। তিনি তাঁর অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি।
খোসার এ ঘোষণার কারণে কাগজপত্র ঠিকঠাক না করেই ব্যারিস্টার জাফরকে তাড়াহুড়া করে আপিল পেশ করতে হয়। নিবন্ধন অফিস ওই আপিলে বেশ কিছু অসংগতির কথা জানায়। ভুল সংশোধন করে আপিল করতে করতে আরও প্রায় এক সপ্তাহ পার হয়ে যায়।

মালিক আসাদ ডন-এর আদালত প্রতিবেদক

পাকিস্তানের পত্রিকা ডন-এ প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মিড ডে মিলের কিচেন কাম ডাইনিং হলের ভার্চুয়ালি সূচনা মমতার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম স্কুল তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চবিদ্যালয় । প্রায় হাজারের কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রী এই স্কুলে পড়াশোনা করে।বেশির ভাগ ছাত্র ছাত্রী সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর । একসঙ্গে বহু ছাত্র-ছাত্রী মিড ডে মিল খেতে খুবই অসুবিধায় পড়তো। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সাহায্যে সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে মিড ডে মিলের কিচেন কাম ডাইনিং হল ।আর এই মিড ডে মিলের কিচেন কাম ডাইনিং হল ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় নিখিল কুমার খাঁ বলেন- আমাদের বিদ্যালয়ের কিচেন কাম ডাইনিং হলটির পুনঃনির্মাণ করতে খরচ হয়েছে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা এবং তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হচ্ছে ৩০ টি ডাইনিং টেবিল এবং ৬০ টি ডাইনিং বেঞ্চ।

এতদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা মেঝেতে বসে জুতো পরেই মিড ডে মিল খেত। যেটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তাই ডাইনিং টেবিল এবং বেঞ্চগুলি তৈরি হয়ে গেলেই একসঙ্গে ৩০০ জন ছেলে মেয়ে টেবিলে বসে মিড ডে মিল খেতে পারবে। আজকের এই ভার্চুয়াল সভায় হাজির ছিলেন বর্ধমান ওয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় রজনীশ কুমার যাদব, জয়েন ভিডিও সন্দীপ কুমার চন্দ ,বর্ধমান ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া দুর্গা রাজ মল্ল, বাঘার ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাননীয় শেখ রহমত হোসেন।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের বিকাশ ভবনে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

আপনজন: ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ, বেতন কাঠামো নির্ধারণের দাবিতে করুণাময়ী সল্টলেক বাসস্ট্যান্ড থেকে আজ বিকাশ ভবনের দিকে মিছিল যেতেই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মিছিল পুলিশ ১৪৪ ধারা দেখিয়ে আটকায় । পুলিশের বাধা পেয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা সল্টলেক করুণাময়ীতে রাস্তার ধারে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। আধঘন্টা বিক্ষোভ চলাকালীন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি দলকে বিকাশ ভবনে যাওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশ । সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সহ অর্জুন সেনগুপ্ত, অভিজিৎ রায় এবং সৌরভ সর। সমগ্র শিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা এবং শিক্ষামন্ত্রীর উপ সচিবের সাথে বৈঠক করেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। মূলত সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষাদানকারী অস্থায়ী শিক্ষকরা বিগত ১১ বছর ধরে অনিয়মিত বেতন পাচ্ছেন, স্থায়ী বিষয়ে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে, সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ল্যাবের পরিকাঠামো এবং পাঠ্য পুস্তক ছাড়াই এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা চলছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন “স্কুল শিক্ষায় প্রাইভেট এজেন্সী সরিয়ে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশনকে সরাসরি সরকার দ্বারা পরিচালনা এবং এই শিক্ষাদানকারী কর্মরত শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ, বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং সরকারী নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে সদর্থক আলোচনা হল। আশা রাখছি সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার এবং তার দপ্তর উদ্যোগী হবে।

দেগঙ্গায় নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন

মনিরুজ্জামান ● দেগঙ্গা

আপনজন: অবশেষে দেগঙ্গাবাসীর স্বপ্ন পূরণ হল।দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেগঙ্গায় উদ্বোধন হল দমকল কেন্দ্র। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় প্রশাসনিক সভা থেকে যে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে তারমধ্যে আছে দেগঙ্গার দমকল কেন্দ্রও।হাবড়ার প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই নবনির্মিত দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা বাজারের কাছে বেড়াচাঁপা- হাড়োয়া রোডের পাশে পি ডব্লিউ ডি-র পরিত্যক্ত জায়গায় এই দমকল কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এতদিন দেগঙ্গা এলাকায় কোথাও আগুন লাগলে হাবড়া, বসিরহাট বা বারাসাত থেকে দমকলের গাড়ি আসতে আসতেই ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে

যেত। দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল প্রতিশ্রুতি মতো দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের সময় দেগঙ্গা দমকল কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, দমকলের ডেপুটি ডাইরেক্টর রতন হালদার, ডিস্ট্রিক্ট ফায়ার অফিসার নীহাররঞ্জন রায়,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য ঊষা দাস সহ আরও অনেকে।

দেবাংশু দেখা না করায় বেজায় ক্ষুব্ধ মমতার নির্বাচনী এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: একুশের বিধানসভা ভোটে,নন্দীগ্রামের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন শেখ সুফিয়ান অথচ সেই সুফিয়ানের গলাতেই ভিন্ন সুর দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর! যার জেরে প্রশ্ন উঠতে লাগল পূর্ব মেদিনীপুরে জোরাল হচ্ছে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল? সুফিয়ান কি? ফুল বদল করতে চলছে!এমন গুঞ্জন পূর্ব মেদিনীপুরে রাজনৈতিক মহলে।সোসাল মিডিয়ায় দেখা যায় বড় ভাঙান হতে চলছে ঘাসফুল শিবিরে এমন সব পোস্ট। যার ফলে ঘুম ছুটছে আইপ্যাক শীবিরে।সোমবারই প্রথম নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র তমলুকে কেন্দ্রে আসে তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।তাঁকে স্বাগত জানতে অনুগামীদের নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান।কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে যান দেবাংশু ভট্টাচার্য। তারপরই চটে লাল সুফিয়ান।দলের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।নন্দীগ্রামে তৃণমূলের অন্তর্কলহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।ফলে নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিল ৫০০ টি সংখ্যা লঘু পরিবার। দলবদলকারীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যও। আর এই ইস্যুতেই শেখ সুফিয়ান দাবি করেন,পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন,তাঁরা অনেককেই মর্যাদা দেয়নি দল, তার জন্য অনেকেই বিজেপিতে চলে গেছেন।এরপরে একদিন কাটতে না কাটতেই তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য আসেন সুফিয়ানের এলাকায়। স্বাগত জানতে অনুগামীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান।কিন্তু কোথায় দেবাংশু? দেখা না করেই বেরিয়ে যান তৃণমূলের তমলুকের প্রার্থী। এতেই চটে যান নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা।শেখ সুফিয়ান ক্ষোভ উগরে দেওয়ার পর তাঁর অনুগামীরাও রেগে যান।দেবাংশু ভট্টাচার্য আসার আগে,তাঁর নামে দেওয়াল লিখন চলছিল।সেই লেখা বন্ধ করে রং,তুলি ছুড়ে ফেলে দেন সুফিয়ান অনুগামীরা।রেগে গিয়ে সুফিয়ান বলেন, ‘নন্দীগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য হচ্ছে না!তাঁরা পরিকল্পিত ভাবে বিজেপির হাতে ক্ষমতাটা তুলে দিতে চাইছে।’

জয়পুরে প্রচারে মাত করলেন সুজাতা মন্ডল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জয়পুরে প্রচারে ময়দান কাঁপালেন সুজাতা মন্ডল। আক্রমণ করতে ছাড়েননি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাকে। তবে জনতার রায় কোন দিকে তা শুধু সময়ের অপেক্ষা। নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়নি তবে তার আগে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন বিজেপি তৃণমূল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আইনি জটিলতার জন্য বাঁকুড়া জেলায় ঢুকতে পারেননি তৎকালীন সময় বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সৌমিত্র খায়ের হয়ে ভোট প্রচার করেছিলেন শিক্ষকতা ছেড়ে তার সহধর্মিনী সুজাতা মন্ডল। লোকসভা ভোটে জিতেও গিয়েছিলাম সৌমিত্র খাঁ। এরপর বিভিন্ন কারণে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সুজাতা তৃণমূলে যোগদান করে, তারপরই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ধরতে শুরু করে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে দুজনার, ২০২১ সালে আরামবাগ কেন্দ্রে বিধানসভা ভোট লড়াই করে সুজাতা তৃণমূলের হয়ে। কিন্তু সেখানে সে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এরপর ২০২৩ সুজাতাকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টিকিট দেওয়া হয় বাঁকুড়া জেলা পরিষদে জয়পুরের একটি আসনে। তবে সেখানে জয় পায় সুজাতা, জেলা পরিষদ জিতে বাঁকুড়া জেলা পরিষদে কর্মাধ্যক্ষ পদেও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেস তাকে আরো বড় দায়িত্ব দিল বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হলো সুজাতা মন্ডল কে। সুজাতাকে লড়তে হবে তার একসময়ের প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে, এই সৌমিত্র খাঁ একবারের বিধায়ক দুবারের সাংসদ এই লোকসভা কেন্দ্রেরই। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহল মনে করছেন সুজাতার জন্য একটু হলেও কঠিন সৌমিত্রের সঙ্গে লড়াই করাটা। স্বাভাবিকভাবেই সুজাতা প্রার্থী পদ পাওয়ার পরে অফিসিয়াল ভাবে জয়পুর থেকেই প্রচার শুরু করলেন। এদিন তিনি জয়পুরের মাটিকে প্রণাম করে জয়পুরে হলুদ একটি ড্রেস পড়ে জয়পুর ব্লক সভাপতি কৌশিক বটব্যালের নেতৃত্বে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে এলাকায় দেয়াল লিখন কর্মসূচি পালন করলেন।

জলপাইগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী নির্মলকে পুষ্প স্তবকে সংবর্ধনা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ব্রিগেডের সভা মঞ্চ থেকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর মঙ্গলবার সকালে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে ধূপগুড়িতে এসে পৌঁছান জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। এদিন তিনি ট্রেন থেকে নামতেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা দেন। পাশাপাশি তাকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন। স্টেশন থেকে সোজা তিনি নিজের বাসভবন যান। সেখান থেকে চলে যায় গ্রামের বাড়িতে। উনার মাকে প্রণাম করে জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল। নিজের জেলায় এসেই সিএএ নিয়ে সরব তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, সি এএ একটা আই ওয়াশ। ভারতে যারা বসবাস করে সবাই ভারতবাসী।

নজরুল তীর্থে ছায়ানট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

আপনজন: রবিবার নিউটাউন নজরুলতীর্থে ছায়ানট (কলকাতা) - এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ‘হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় নজরুল’। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন ছায়ানট (কলকাতা) - এর সভাপতি সোমঋতা মল্লিক। শতাধিক কণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ‘নারী সম্মাননা ২০২৪’ প্রদান করা হয়। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর পবিত্র সরকার। সম্মানিত অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান এবং বিশিষ্ট কবি সৈয়দ হাসমত জালাল। নারী সম্মাননা ‘জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা’ প্রাপক: বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ঊর্মিমালা বসু, সম্পাদক, ইতিহাসবিদ ও লেখক সেমন্তী ঘোষ এবং অধ্যাপক গজলা ইয়াসমিন। সহযোগিতায় পাকড়াশি হারমোনিয়াম, আল-আমীন মিশন ও ফরেস্ট ইন লাটাগুড়ি।একক পরিবেশনা করেন স্বপ্নিকা দাস রায়, স্বর্ণিকা দাস রায়, দেবযানী।

নানা দাবিতে বিডিওকে ডেপুটেশন এসইউসির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: শাসক দল বিরোধী আবাস প্রাপকদের গৃহ প্রদান,সকল জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া প্রদান, বার্ধক্য ভাতা, পানীয় জল সহ একাধিক সরকারি কাজে শাসক বিরোধী সবাই এর প্রাপ্য প্রদান সহ ১২ দফা দাবিকে সামনে রেখে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের জয়নগর দু’নম্বর ব্লক শাখার উদ্যোগে বুধবার জয়নগর ২ নং বি ডি ও অফিসে এক বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। ১২ দফা দাবি উদ্ধৃত করে একটি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয় এদিন বিডিওকে।কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন বি ডি ও মনোজিত বসুর সাথে দেখা করেন।

বি ডি ও মনোজিত বসু উক্ত দাবি গুলোর সাথে সহমত পোষণ করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত ডি ওয়াই ওর সভাপতি তথা এস ইউ সি আই এর বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নিরঞ্জন নস্কর, জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর,আনসার শেখ, সালামত মোল্লা,সুভাষ জানা,গোবিন্দ হালদার সহ আরো অনেকে।

সিএএ পুরো সংবিধান বিরোধী: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: এটা সংবিধান বিরোধী। তার কারণ ভারতবর্ষে আইন ছিল যারা অন্য দেশ থেকে আসবেন তাদের ভেরিফিকেশন করে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। যেকোনো ধর্মের মানুষ বিবাহ সূত্রে এদেশে এসেছে। বাংলাদেশী মুসলমানদের অনেকেই বিবাহ সূত্র করে এই দেশে এসে বসবাস করছে। তাদের কি হবে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সিএএ লাগু করে সমস্যায় ফেলা হবে। আজকে যাদের ডিক্লারেশন চাইছে তাদের পরে ভারতীয় করা হবে। মঙ্গলবার এভাবেই সিএএ ইস্যুতে গর্জে উঠলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার কি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফিরহাদ বলেন,তাহলে এতদিন তারা যে ভোটটা দিয়ে এসেছিল,, তারা যদি অবৈধ হয় তাহলে তাদের ভোট অবৈধ। মতুয়া সম্প্রদায়ের যেসব প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে গেল, সংসদে গেল তারা কি সব অবৈধ হয়ে গেল?নির্বাচনের আগে প্রতিবার বিজেপি কিছু না কিছু একটা করে। ১৫ হাজার টাকা ব্যাংকে, ২ লক্ষ চাকরি, আচ্ছে দিনের মিথ্যা আশ্বাস দেয়। এবার হলো সিএএ, এটা কোনদিন বাস্তব হবে না।

যেসব মতুয়া ভাইরা কালকে নেচেছে, তারা কিসের জন্য নেচেছে তারা নিজেরাই জানে না। তারা নাচছে তার দ্বারা নিজেদের সম্প্রদায়কে বিপদে ফেলার জন্য। আমরা ভারতীয় হিন্দু মুসলমান মতুয়া আমরা সবাই এদেশেই থাকবো।একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশ অবিচ্ছিন্ন ভারতের অংশ ছিল। তারও আগে আফগানিস্তান ভারতের সঙ্গে ছিল। সেখান থেকে কে আসবে। যদি আফগানিস্তান নিয়ে কথা হয় তাহলে শ্রীলঙ্কাও আছে ওখান থেকেও প্রচুর মানুষ আমাদের দেশে চলে এসেছে। নির্বাচনের আগে ধর্মকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এভাবেই মঙ্গলবার ক্ষোভ উগরে দিলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বিজেপি অপরাজেয় নয়, মন্তব্য সুজনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন:মঙ্গলবার নিমতৌড়িতে একটি সভায় সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য সূর্য মিশ্র বলেন সারা দেশে বিজেপি ও এরাজ্যে তৃণমূল বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সমস্ত দলের কাছে সিপিআই(এম) এর পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে এই দুই দলের বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হলে পরাস্ত করা যাবে বিজেপি ও তৃণমূলকে।” সিপিআই(এম) কর্মীদের নিয়ে সভা হয় নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন মাঠে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সূর্য মিশ্র,সুজন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সিহি, হিমাংশু দাস। সভাপতিত্ব করেন ইব্রাহিম আলি। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সূর্য মিশ্র বলেন “বামপন্থীরা মুখের রাজনীতি করে না। তাই কে প্রার্থী হবেন সেটা আগে থেকে জেনে ভেবে নির্বাচনে লড়াই করেনা। বামপন্থীরা বিকল্প নীতির কথা বলে। তাই প্রার্থী যেই হোক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিকল্প নীতির লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বিজেপি ও তৃণমূল এই দুই দলকেই পরাস্ত করতে হবে। সভায় সুজন চক্রবর্তী বলেন, “তৃণমূল বিজেপি দুই দল মিলে রাজ্যকে সর্বনাশ করছে। সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের পরিবর্তে উন্নয়ন হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান, বিধায়কদের। কে তৃণমূল কে বিজেপি এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আজ যে তৃণমূলে কালকে সে বিজেপিতে। মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র গ্যারান্টি বামপন্থীরাই। গ্রামের রাস্তাঘাট,বিদ্যুৎ সব দিক থেকেই উন্নয়ন হয়েছে বামফ্রন্ট,নিরঞ্জন সিহি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নন্দীগ্রামে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছিল। সন্ত্রাসের মাস্টার মাইন্ড শুভেন্দু।

কলকাতার ৫৬নং ওয়ার্ডে একগুচ্ছ কাজের উদ্বোধন

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার এন্টালির ৫৬ নং ওয়ার্ডের মতিঝিলে এক গুচ্ছ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উদ্বোধন হল। পৌরপ্রতিনিধি তথা মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে ও কলকাতা পৌরসংস্থার সহযোগিতায় ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ ব্যপকভাবে যে চলছে, এদিন সেটাই দেখা যায়। স্বপন সমাদ্দার এলাকায় বিভিন্ন রকম উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমস্যার ও সমাধান করছেন। তাহার লক্ষ্য এই ওয়ার্ড কে প্রথম দশ স্থানে নিয়ে যাওয়া, সেইভাবেই তিনি পরিশ্রম করে পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশীষ কুমার, বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবব্রত

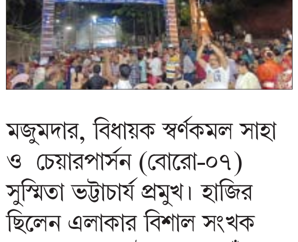

মজুমদার, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা ও চেয়ারপার্সন (বোরো-০৭) সুস্মিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। হাজির ছিলেন এলাকার বিশাল সংখক সাধারণ মানুষ। উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এক নং ব্রীজে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের পূর্ণবয়ব মূর্তি স্থাপন ও মতিঝিল লরেটো কনভেন্ট স্কুলের সন্নিকটে- একটি সু-সজ্জিত নতুন তোরণ নির্মিত হয়েছে। এখানেই আধুনিক কমপেক্ট ভ্যাট- তৈরি হয়েছে। আজাদ হিন্দ শিশু উদ্যান তৈরি করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্বাস্থ্য শিবির কড়িধ্যা বিদ্যা নিকেতনে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: “স্বাস্থ্যই সম্পদ”- সেই কথাকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সিউড়ির কড়িধ্যা বিদ্যা নিকেতনের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।পঠনপাঠনের পাশাপাশি শরীর সুস্থ রাখা খুবই জরুরী যার প্রেক্ষিতে এরূপ শিবিরের আয়োজন বলে জানা যায়। এদিন শিবিরে অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার জন্য নানাবিধ সুপরামর্শ দেওয়া হয়।খাদ্যতালিকা তথা বিভিন্ন রং এর খাদ্যের গুনাগুন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। গ্রামাঞ্চলের ছাত্রীরা প্রায়শই রক্তাল্পতায় ভুগতে থাকে। কিভাবে তারা সুস্থ থাকবে -এ সম্পর্কে শিবিরে বিশদ আলোচনা করেন বড়চাতুরী হেলথ সেন্টারের আয়ুষ বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডঃ অনির্বাণ সাহা এবং জে এন এম অংশুপ্রিয়া নাথ। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুজাতা সাহা দাস বলেন গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে মাঝে মধ্যে এই ধরণের সচেতনতা মূলক শিবিরের প্রয়োজন।

রক্তদান শিবির বাম যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: বামপন্থী ছাত্র,যুব সংগঠন এস এফ আই ও ডি ওয়াই এফ আই এর মেদিনীপুর শহর পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে ও সংগঠনের ৯ নং ওয়ার্ড কমিটির ব্যবস্থাপনায় মেদিনীপুর শহরের কর্ণেলগোলায় অবস্থিত ভগবতী শিশু শিক্ষায়তনে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হলো একটি রক্তদান শিবির। শিবিরে ৮ জন মহিলা সহ মোট ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদিনের এই রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বি.বি. মণ্ডল, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই এর প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড তাপস সিনহা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই এর জন্য সম্পাদক রণিত বেরা এবং ডিওয়াইএফআই এর জেলা সম্পাদক সুমিত অধিকারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডিওয়াইএফআই সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী।

ভোটে কেষ্টকে মিস করছি: অসিত মাল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ২০২৪ এ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন এই লোকসভার নির্বাচনে দ্বিতীয়বার প্রার্থী হলেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে অসিত মাল। জনগর্জন ব্রিগেড সভায় বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নাম ঘোষণা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে ফের বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে অসিত মাল লড়াই করছেন। এবারে অনুব্রত হীন বীরভূমে লোকসভা ভোট। তিনি আরো জানান কেষ্ট মন্ডলকে আমরা মিস করছি তিনি থাকলে আমাদের এত দায়ভার নিতে হতো না। কিন্তু কর্মীরা সর্বদাই তৈরি যেহেতু কেষ্ট মন্ডল নেই। তাই আমাদের সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে।

৩ গজ দূর থেকে রোনাল্ডোর অবিশ্বাস্য মিস, আল নাসরের হার

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো গোল করেছেন, আবার অবিশ্বাস্য এক মিসও করেছেন। শেষ পর্যন্ত গোল করার আনন্দ নয়, গোল মিসের হতাশাই বড় হয়ে ধরা দিয়েছে রোনাল্ডোর কাছে।
এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে আল আইনের বিপক্ষে তাঁর দল আল নাসর ৪-৩ গোলে জিতেছেও। কিন্তু দুই লেগ মিলিয়ে সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ৩-১ গোলে হেরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে আল নাসর।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব আল আইনের কাছে গত ৪ মার্চ প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে হেরে আসা আল নাসর নিজেদের মাঠে কাল রাতে ৪৫ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে আল নাসরের ব্যবধান কমান আবদুরহমান গারিব। ৫১ মিনিটে খালিদ ইসার আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে তারা। ৭২ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড অ্যালেক্স তেলেসের গোলে ৩-২ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। দুই লেগ মিলিয়ে তখন ম্যাচে সমতা। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনো দলই আর গোল না করতে পারায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ১০৩ মিনিটে এগিয়ে যায় আল আইন।
আল নাসরের সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা যখন ম্লান হয়ে আসছি, দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পান রোনাল্ডো। আল আইনের গোলকিপারের হাত ফসকে আসা বল পোস্ট থেকে ৩ গজ দূরে পেয়ে যান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। কিন্তু আল নাসরের তারকা সেখান থেকে বল মারেন বাইরে।
এরপর অবশ্য রোনাল্ডোই ১১৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আল নাসরকে লড়াইয়ে রাখেন। কিন্তু টাইব্রেকারে নিজের শট থেকে রোনাল্ডো গোল করলেও ব্যর্থ হন ব্রোজোভিচ, তেলেস ও ওতাভিও। অন্যদিকে নিজেদের প্রথম ৩ শট থেকেই গোল করে আল নাসরকে টাইব্রেকারে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে আল আইন।

আইসিসির ফেব্রুয়ারির সেরা জয়সওয়াল

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দারুণ পারফরম্যান্সে আইসিসির ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন ও শ্রীলঙ্কার পাতুম নিশাঙ্কাকে টপকে সেরা হয়েছেন ভারতের এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।
ফেব্রুয়ারিতে সেরা নারী ক্রিকেটার হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইশা ওজা ও কাভিশা এগোদাগেকে টপকে তিনি এ পুরস্কার জিতেছেন। ফেব্রুয়ারিতে ৪ ম্যাচে ২২৯ রান করার পাশাপাশি সাদারল্যান্ড নেন ৭টি উইকেট।
আইসিসির বিবৃতিতে জয়সওয়ালকে নিয়ে বলা হয়েছে, ‘এরই মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা একজন টেস্ট ওপেনার হয়ে উঠতে পারেন তিনি, সংখ্যাই সেটি প্রমাণ করে।’
আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলমান চক্রে জয়সওয়ালই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ৯ ম্যাচে ৬৮.৫৩ গড়ে তিনি করেছেন ১০২৮ রান। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পরপর দুটি টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরিও করেছেন। সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারিতে ৩ টেস্টে ১১২ গড়ে তিনি করেন ৫৬০ রান, মারেন ২০টি ছক্কা। বিশাখাপট্টনমে প্রথম ইনিংসে ২১৯ রানের পর রাজকোটে দ্বিতীয় ইনিংসে জয়সওয়াল খেলেন অপরাজিত ২১৪ রানের ইনিংস। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে হেরে পিছিয়ে পড়া ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোয় তিনি বড় অবদান রাখেন। রাজকোটের ডাবল সেঞ্চুরির পথে টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ১২টি ছক্কার রেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলেন। ২২ বছর ৪৯ দিন বয়সেই টেস্টে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি হয়ে যায় জয়সওয়ালের। বয়সের হিসাবে এমন কীর্তিতে তাঁর ওপরে শুধু ডন ব্র্যাডম্যান ও বিনোদ কাম্বলি।
পুরস্কার পেয়েছেন জানার পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় জয়সওয়াল বলেন, ‘আইসিসির পুরস্কার পেয়ে আমি সত্যিই অনেক খুশি। আশা করি ভবিষ্যতে আরও পাব। এটা আমার অন্যতম সেরা (সিরিজ) এবং আমার প্রথম পাঁচ ম্যাচের সিরিজও।’
নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে জয়সওয়াল বলেছেন, ‘সত্যিই উপভোগ করেছি। যেভাবে আমি খেলেছি, যেভাবে সিরিজটি গেছে এবং আমরা সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে জিতেছি। আমার সতীর্থদের সঙ্গে দারুণ এক অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমি সত্যিই উপভোগ করেছি।’
দুটি ডাবল সেঞ্চুরির মধ্যে কোনটি প্রিয়, জয়সওয়াল জানিয়েছেন সেটিও, ‘রাজকোটে ডাবল সেঞ্চুরি উদ্‌যাপনের সময় আমার মনে হয় অনেক উপভোগ করেছি।’
ফেব্রুয়ারির দারুণ ফর্মটা মার্চেও টেনে এনেছেন জয়সওয়াল। ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচ সিরিজে জয়সওয়াল ৭১২ রান করেছেন ৮৯ গড়ে। সিরিজে আর কোনো ব্যাটসম্যান ৫০০ রানও করতে

জোকোভিচকে হারিয়ে ‘অলৌকিক’ ঘটনার জন্ম দিলেন নার্দি

আপনজন ডেস্ক: কোর্টের এক পাশে নোভাক জোকোভিচ, অন্তত গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের হিসেবে সর্বকালের সেরা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়। অন্য পাশে লুকা নার্দি, এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১২৩ নম্বর খেলোয়াড়। যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডে সেই নার্দির কাছে হেরে গেছেন ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ।
অথচ এই টুর্নামেন্টটা খেলারই কথা ছিল না ২০ বছর বয়সী ইতালিয়ানের। বাছাইপর্বেই যে হেরে গিয়েছিলেন নার্দি। পরে তমাস মার্তিন ইচেভেরি নামের এক খেলোয়াড়ের চোট ভাগ্য খুলে দেয় নার্দির। অন্যের দুর্ভাগ্যে সুযোগ পাওয়া সেই ‘লাকি লুজার’ নার্দি ৬-৪, ৩-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দিলেন টুর্নামেন্টের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচকে।
জোকোভিচকে হারিয়ে দেওয়াটা নিজের কাছেই ‘অলৌকিক’ কীর্তি মনে হচ্ছে নার্দির। যুক্তরাষ্ট্রে

সোমবার রাতে হলেও ম্যাচটি হয়েছে বাংলাদেশ সময় আজ সকালে। সেই ম্যাচে অঘটন ঘটানোর পর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নার্দির, ‘এটা অলৌকিক। আমার বয়স ২০, বিশ্বের ১০০ নম্বর (১২৩) খেলোয়াড়, সেই আমি কি না হারিয়েছি নোভাককে। অবিশ্বাস্য, স্রেফ অবিশ্বাস্য।’
প্রথম সেটটি হেরে গেলেও দ্বিতীয় সেটে দারুণভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন জোকোভিচ। ওই সেটটা জয়ের পথে নার্দির দুটি সার্ভিস ব্রেক করেন সার্বিয়ান তারকা। তবে ছেলেবেলায় যাঁর পোস্টার লাগিয়েছেন নিজের ঘরে, সেই জোকোভিচকে ছাড় দেননি নার্দি। তৃতীয় সেটে দারুণ খেলে একটি ব্রেক পয়েন্ট নিয়ে ৪-২ গেমে এগিয়ে যাওয়ার পর আর পেছনে ফিরতে হয়নি তাঁকে। পরের রাউন্ডে নার্দি খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলের বিপক্ষে।

টি-২০ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মার্শই

আপনজন ডেস্ক: অ্যারন ফিঞ্চের অবসরের পর টি-টোয়েন্টিতে স্থায়ী অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি অস্ট্রেলিয়া। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক দিয়েই কাজ চালিয়েছে। কখনো সেটা সামলেছেন মিচেল মার্শ, কখনো ম্যাথু ওয়েড। যদিও মার্শের ওপরই দায়িত্ব ছিল বেশি।
সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে অন্য দুই সংস্করণের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স দলে ফেরার পরও অধিনায়কত্ব করেছেন মার্শই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও যে মার্শই নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন, সেই ইঙ্গিত তখনই পাওয়া গিয়েছিল। আজ অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক থাকছেন মার্শ।

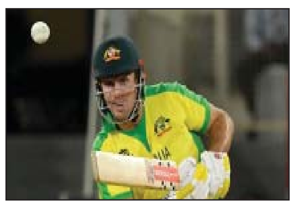

নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করেছেন মার্শ। তবে কামিন্স সে দুটি সিরিজে ছিলেন না। আবার মার্শের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপের পর ভারত সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেন ওয়েড। তবে আজ অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড যা বলেছেন, এরপর আর নেতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়।
ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘আমার মনে হয় মিচের (মার্শ) কাছেই যাচ্ছে নেতৃত্বটা। ও যেভাবে দল চালাচ্ছে, তাতে আমরা খুশি এবং সন্তুষ্ট। আমরা মনে করছি, বিশ্বকাপের জন্য মার্শই নেতা, আমার মনে হয় এটা সময় হলে জানা যাবে।’ কামিন্স তাঁর অধীন খেললে তিনি কী করবেন, সেটা মজা করে নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে বলেছিলেন মার্শ। তিনি বলেছিলেন, ‘এটা করো, সেটা করো—তাকে এগুলো বলতে আমার তর সইছে না। সাধারণত সে যখন হাঁপিয়ে ওঠে, আমি তার বদলে সংবাদ সম্মেলনে আসি। এর ফলে কোনো না কোনো পর্যায়ে এবার তাকে পাঠাব।’

প্রশাসনিকস্তরে উপেক্ষিত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০২৪

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হল ৪ র্থ বার্ষিক বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০২৪।
প্রশাসনিকস্তরে উপেক্ষিত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গে জানা যায়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লেখিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রথম অস্ত্র লুন্ঠন হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট।যা রডা কোম্পানির অস্ত্র লুন্ঠন হিসাবে পরিচিত। এই অস্ত্র লুন্ঠনের মূল কান্ডারী ছিলেন হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র।
বিপ্লবী মহানায়ক বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এক অভিন্ন বন্ধুর সহযোগিতায় ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে শ্রীশচন্দ্র মিত্র কে আর,বি,রডা কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ করে দেন। কর্মদক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় দু ‘ মাসের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র ‘ জেটি ক্লিয়ারিং ক্লার্কের ‘ পদে উন্নীত হন। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কর্মপটুতার জন্য তাঁর সাহেবদের নজরে পড়তে অসুবিধা হয় নি।১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে থেকে ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট পর্যন্ত কমপক্ষে তিনি চল্লিশবার কোম্পানির মাল খালাস করেছিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এহেন বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র কে সম্মান জানিয়ে তাঁর স্মৃতি র উদ্দেশ্যে শতাব্দী প্রাচীন রসপুর বীণাপাণি ক্লাব এর পরিচালনায় এক সীমিত ওভারের আট দলীয় ক্রীকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে। এবারের এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি ছিল চতুর্থ বর্ষের ৭ দিন ব্যাপী ক্রমপর্যায়ে আট দলীয় এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হল।
চূড়ান্ত পর্বের খেলাটি অনুষ্ঠিত হল নির্ধারিত ১৫ ওভারে রসপুর বীণাপাণি ক্লাব ও ভবানীপুর (উদয়নারায়ণপুর) রায়বাঘিনী রয়াল স্টাইকার্স এর মধ্যে।বিজয়ী হয় রসপুর বীণাপাণি ক্লাব। চূড়ান্ত পর্বের এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ অজয় সিং, রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রেমচাঁদ রায়, রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্জুন দলুই, আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত মন্ডল,প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবী বনমালী পাত্র, সমাজসেবী তপন বাগ, রামকৃষ্ণ চোংদার, জলধর বাগ,অসিম মিত্র, চিকিৎসক নরেন্দ্রনাথ দেয়াশী, বীণাপাণি ক্লাব এর যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম মৃণাল কান্তি মন্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বিজয়ী রসপুর বীণাপাণি ক্লাব কে ট্রফি ও ক্যাশ ৬,০০০(ছয় হাজার) টাকা,বিজীত দল ভবানীপুর (উদয়নারায়ণপুর) রায়বাঘিনী রয়াল স্টাইকার্স কে ট্রফি ও ক্যাশ ৪,০০০(চার হাজার) টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও ক্রমপর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৪ টি কোয়াটার ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ,২ টি সেমি ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ,সেরা ব্যাটসম্যান,সেরা হয়বোলার,সেরা ফিল্ডার(ক্যাচার) ,ম্যান অফ দ্যা সিরিজ পুরস্কার দেওয়া হয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পারদর্শী খেলোয়াড়দের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলা হচ্ছে না শামির

আপনজন ডেস্ক: গত বছর অক্টোবর-নভেম্বরে বিশ্বকাপের পর অ্যাঙ্কেলের চোটের কারণে আর মাঠে নামা হয়নি মোহাম্মদ শামির। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে জাতীয় দলে ফিরতে পারেন শামি। সেটিই হলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জার্সিতে দেখা যাবে না এই পেসারকে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়ে শেষ হবে ২৯ জুন।
ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ এ নিয়ে জয় শাহর মন্তব্য প্রকাশ করেছে। বিসিসিআই সেক্রেটারি বলেছেন, ‘শামির অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং সে ভারতে ফিরেছে। সে সম্ভবত বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে (মাঠে) ফিরবে। লোকেশ রাহুলের ইনজেকশনের প্রয়োজন ছিল। সে পুনর্বাসন শুরু করেছে এবং এখন জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে আছে।’
সর্বশেষ বিশ্বকাপে ২৪ উইকেট

নেওয়া শামির পায়ে গত মাসে অস্ত্রোপচার করা হয়। আইপিএলের এবারের মৌসুমে শামি খেলতে পারবেন না, সেটি আগেই জানিয়েছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। এবার সে ব্যাপারটাই আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে বিসিসিআই, ‘গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই ফাস্ট বোলারের সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল দল এখন তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে এবং আইপিএলে তিনি খেলতে পারবেন না।’ ভারতের আরেক পেসার প্রসিধ কৃষ্ণও অস্ত্রোপচার করানোয় এবারের আইপিএলে খেলতে পারবেন না। ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল।
দুই সপ্তাহ আগে শামি অস্ত্রোপচার করানোর কথা জানানোর পর তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ তিনি লিখেছিলেন, ‘তোমার দ্রুত সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। তুমি এই চোট কাটিয়ে সাহসের সঙ্গে ফিরবে, সে ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।’
প্রধানমন্ত্রীর এই পোস্টের উত্তরে শামি মন্তব্যে লিখেছিলেন, ‘আমার সুস্থতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্যারের এই বার্তা সুন্দর এবং চমকে দেওয়ার মতোই। আমাকে সমর্থনের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’ অন্যদিকে ঊরুর পেশিতে ব্যথা অনুভব করায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের শেষ চার ম্যাচে খেলেননি রাহুল। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আইপিএল শুরুর আগেই ফিট হয়ে উঠবেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। এবার আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের অধিনায়কত্ব করার কথা তাঁর।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার জয় তৌফিক ইসলাম এবং অসীম ইকবালের

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: জাতীয় স্তরে ভালো ফলাফলের জন্য অনেক আশা নিয়ে অসাধ্য সাধন করে জেলা থেকে রাজ্য,রাজ্য থেকে দেশ,অবশেষে বিদেশে পারি দিয়েছিল প্রান্তিক এলাকার প্রত্যন্ত গাঁয়ের কিছু ক্যারাটে পাগল ছেলে। তাদের মনের মধ্যে একটা জেদ ও এই ভালো ফলাফলের জন্য তারা সুযোগ পেয়েছিল নেপালে আন্তর্জাতিক মানের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য। ৮-৯ মার্চে দ্বিতীয় গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নেপালে এই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে তৌফিক ইসলাম সিপাই এবং এস এম অসীম ইকবাল দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সিলভার নিয়ে বাড়ি ফিরল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট পশ্চিমের উস্থি থানার অন্তর্গত অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ঘোলা নোয়াপারার বাসিন্দা এস এম অসীম ইকবাল ও কারবালার

বাসিন্দা তৌফিক ইসলাম সিপাই। মার্চ মাসের ৮-৯ তারিখ এ শুরু হয়েছিল নেপালে দ্বিতীয় গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩। যার সমাপ্তি ঘটে ৯ তারিখে । সেখানে সিনিয়র দুটো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ভারত সহ মোট সাতটি দেশ। তাদের মধ্যে সিনিয়র বিভাগে তৌফিক ইসলাম ও এস এম অসীম ইকবাল দ্বিতীয় স্থান হয়ে বাড়ি ফিরলেন। মঙ্গলবার দেশে ফেরে বিজয়ীরা শিয়ালদাহ লোকাল ট্রেনে দেউলা স্টেশনে নামতেই তাদের পুষ্পস্তবক ও মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ক্যারাটে খেলার সঙ্গী ও পরিবারের লোকজন এ দিন স্বাগত জানায় দু’জনকে । তৌফিক ইসলাম সিপাই ও এস এম অসীম ইকবাল বলে, আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে গিয়েছিলাম আমরা।
নেপালে দ্বিতীয় গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে । এই খেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি এবং সিলভার মেডেল ও সার্টিফিকেট পেয়েছি।

কোচকে পাশে পেলেন ‘ওপেনার’ স্মিথ

আপনজন ডেস্ক: ১২, ১১*, ৬, ৯১*, ৩১, ০, ১১, ৯–টেস্ট ওপেনার স্টিভ স্মিথের রান। ৮ ইনিংসে ১৭১ রান, ব্যাটিং গড় ২৮.৫০; যা তাঁর ক্যারিয়ার গড়ের (৫৬.৯৭) প্রায় অর্ধেক।
স্বাভাবিকভাবেই ওপেনার স্মিথের তাই সমালোচনা হচ্ছে। কেউ কেউ তাঁকে চার নম্বরে ফিরে যেতে বলছেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এমন সমালোচনাকে অন্যায্য বলছেন। এমন সমালোচনা স্মিথের প্রাপ্য নয় বলেও মনে করেন তিনি।
১০৯ টেস্টের ক্যারিয়ারে স্মিথ ওপেন করেছেন মাত্র ৪ ম্যাচে। ৮ ইনিংসের একটিতে স্মিথ ৯১* রানের ইনিংস খেলেছেন। সেটাও ব্রিসবেনে শামার জোসেফ বীরত্বের টেস্টে। এ ছাড়া আরও একটি ইনিংসে ১১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। বাকি ৬ ইনিংসে স্মিথের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসে ৩১।
অর্থাৎ নিজের মান অনুযায়ী স্মিথ ব্যর্থ হয়েছেন ৬ ইনিংসে। নতুন চ্যালেঞ্জে সফল হওয়ার জন্য বোধ হয় পরিমাণটা খুব বেশি নয়। সে কারণেই ম্যাকডোনাল্ড এমন সমালোচনাকে প্রাপ্য মনে করছেন না, ‘আমার মনে হয় এটা অন্যায্য। এটার মানে সম্ভবত এই যে আমি আমার খেলোয়াড়দের নিয়ে রক্ষণাত্মক কৌশলে যাচ্ছি। আমার মনে হয় (স্মিথের) এমনটা প্রাপ্য নয়। ও এটা নিয়ে কাজ করতে পারবে। এটা নতুন একটা চ্যালেঞ্জ, নতুন পজিশন। আপনি যদি কোনো নতুন ওপেনার নিয়ে আসেন, চার ম্যাচ সুযোগ দিয়ে বলেন, আমরা ওপেনিং পজিশন পরিবর্তন করব, এটা ন্যায্য নাকি অন্যায্য হবে? এটা যৌক্তিকভাবেই অন্যায্য।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**